RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

ওয়েব সিরিজ তৈরিতে উত্তরের দিশা কোচবিহার

পৃষ্ঠা - ৫

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৬, সংখ্যা: ১২, কোচবিহার, শুক্রবার, ১৭ জুন – ৩০ জুন, ২০২২, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮

Vol: 26, Issue: 12, Cooch Behar, Friday, 17 June - 30 June, 2022, Pages: 8, **Rs. 3**

ন্যাকের পরিদর্শনে গ্রেড কমল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, ‘এ’ থেকে হল ‘বি-প্লাস’

শিলিগুড়ি: ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট এন্ড অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল অর্থাৎ ন্যাকের মূল্যায়নের নিরিখে একধাপ কমে এ থেকে বি প্লাস গ্রেড হল উত্তরঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের। উল্লেখ্য, ৮ থেকে ১০ জুন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করে ন্যাকের প্রতিনিধি দল। এরপরই ১৪ জুন ন্যাকের রিপোর্ট কার্ড পৌঁছায় বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে। তাতে দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বমোট গ্রেড পয়েন্টের গড় (সিজিপিএ)২.৮২। আর তার নিরিখেই উত্তরঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রেড হয়েছে বি প্লাস প্লাস। ন্যাকের গ্রেড কার্ড অনুযায়ী- গ্রেড এ প্লাস প্লাস - ৩.৭৫, গ্রেড এ প্লাস - ৩.৫০, গ্রেড এ – ৩.০০, গ্রেড বি প্লাস প্লাস - ২.৮০, গ্রেড বি প্লাস - ২.৭৫।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০০০ সালে প্রথমবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যাকের পরিদর্শন হয়। সেবার ন্যাকের পরিদর্শনে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বি গ্রেড

পায়। ২০০৪-২০০৫ শিক্ষাবর্ষে দ্বিতীয় বর্ষে দ্বিতীয়বার পরিদর্শন করে ন্যাক। ওই বছর গ্রেড ছিল বি প্লাস। মাঝে দশ বছর ন্যাকের পরিদর্শন হয়নি। তৃতীয়বার ২০১৫-২০১৬ শিক্ষাবর্ষে ন্যাকের মূল্যায়নে বিশ্ববিদ্যালয়ের মান বৃদ্ধি পেয়ে গ্রেড এ হয়। অর্থাৎ গত তিনবছরে প্রত্যেকবারই ন্যাকের মূল্যায়নে বিশ্ববিদ্যালয়ের মান বৃদ্ধি পেয়েছে। এবারই প্রথম মান কমল। উত্তরের সব থেকে পুরানো বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎকর্ষতা কমে যাওয়ায় কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে শিক্ষা মহলেও ক্ষোভ ছড়িয়েছে।

পাঠ্যক্রম-শিক্ষাদান-শিক্ষামান-মূল্যায়ন-গবেষণা- পরিকাঠামো ও পাঠসম্পদ, ছাত্রদের সাহায্য প্রভৃতি বিষয়ের নিরিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল্যায়ন করেছে ন্যাক। মোট ১০০০ নম্বরের ভিত্তিতে গ্রেড পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে। ন্যাকের মার্কশিটের পাঠ্যক্রমের ১৫০ নম্বরের মূল্যায়নে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্ট ৩.১৩, শিক্ষাদানের ২০০ নম্বরে ৩.১২, গবেষণার ২৫০ নম্বরে ২.১১, পরিকাঠামোর ১০০ নম্বরে ৩.২৫, ছাত্রদের সাহায্যের ১০০ নম্বরে ২.৩৭, প্রশাসনের বরাদ্দ ১০০ নম্বরে ২.৮৮। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গবেষণার ক্ষেত্রেই সবথেকে বেশি নম্বর বরাদ্দ ছিল। আর সেখানেই সব থেকে কম গ্রেড পয়েন্ট পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়।

ন্যাকের তৃতীয় মূল্যায়নে গবেষণার ক্ষেত্রে ৩.৪০ গ্রেডপয়েন্ট পেয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়। সেখান থেকে পয়েন্ট অনেকটাই কমে গিয়েছে। মার্কশীট থেকেই স্পষ্ট যে, গবেষণার ক্ষেত্রে গত পাঁচ বছরে উল্লেখযোগ্য ভাবে পিছিয়ে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়। উপাচার্য সুধীরেশ ভট্টাচার্যের বক্তব্য আমরা গবেষণার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছি। সেখানেই সব থেকে কম নম্বর এসেছে। বাকি সব ক্ষেত্রেই আগের থেকে এগিয়ে। তিনি আরও জানান, চলতি বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে যে সব তথ্য পাঠানো হয়েছিল তার ভিত্তিতে মূল্যায়নের বেশির ভাগটাই হয়েছে অনলাইনে। মাত্র ছোট একটি অংশ সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে সম্পন্ন করেছে পরিদর্শক দল। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও আধিকারিকদের একটা বড় অংশই বলছেন, যেভাবেই হোকনা কেন মূল্যায়ন হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই। তাই কর্তৃপক্ষের সাফাই দেওয়ার কোনও জায়গা আর অবশিষ্ট নেই।

বাংলার বাইরে একের পর এক ভাঙ্গন তৃণমূলে

কলকাতা: এই নিয়ে তৃতীয়বার, পশ্চিমবঙ্গে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ফের ক্ষমতায় এসেছে তৃণমূল। একুশের সেই হাইভোল্টেজ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি নাস্তানাবুদ হয়েছে তৃণমূলের কাছে। সেই সাফল্যে উৎসাহী হয়ে তৃণমূল একাধিক রাজ্যে পা রাখে ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে। গোয়া, ত্রিপুরা, মেঘালয়, হরিয়ানা, অসম প্রভৃতি রাজ্যে তৃণমূল নিজেদের শক্তি বাড়াতে তৎপর হয়ে ওঠে। ওই রাজ্যগুলিতে রীতিমত সাড়া ফেলে দিয়ে তৃণমূল পা রাখে। কিন্তু সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বলছে তৃণমূল রাজ্যগুলিতে তেমন সুবিধা করতে পারছে না। তবে কি তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রিক দলই রয়ে যাবে, এই প্রশ্ন অবধারিতভাবে উঠছে।

আসলে ওই রাজ্যগুলির একাধিক তৃণমূল নেতা সাম্প্রতিককালে দল ছেড়েছেন। প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ অশোক তানওয়ার একটা সময় রাহুল গান্ধীর ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত ছিলেন। তাঁকে হরিয়ানার প্রদেশ সভাপতি করে কংগ্রেস। কিন্তু কয়েক মাস আগে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন অশোক। হরিয়ানায় তৃণমূলের প্রধান করা হয় তাঁকে। রীতিমতো ঘটা করে দলীয় কার্যালয় খোলা হয় সেখানে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। কিন্তু তৃণমূলে যোগদানের মাসখানেকের মধ্যেই আম আদমি পার্টিতে যোগদান করেছেন অশোক তানওয়ার। একই অবস্থা দেখা গিয়েছে গোয়াতে। সৈকত রাজ্যটিতে বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল একেবারেই সুবিধা করতে পারেনি। এরপরই তৃণমূল ছাড়েন বেশ কয়েকজন নেতানেত্রী।

একই ভাবে তৃণমূল ধাক্কা খেয়েছে ত্রিপুরায়। বিজেপি ছেড়ে ‘প্রায়শ্চিত্ত’ করতে মাথা মুড়িয়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন আশিস দাস। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই তৃণমূল ত্যাগ করলেন প্রাক্তন বিধায়ক আশিস দাস। উল্লেখ্য আগরতলা থেকে কালীঘাটে এসে মাথা মুড়িয়েছিলেন তিনি। তৎকালীন বিজেপি বিধায়ক আশিস দাস বলেছিলেন পাপবোধ থেকেই এ কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। রীতিমতো মাথা মুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেন তিনি। তারপরই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে যোগ দিয়েছিলেন তৃণমূলে। ত্রিপুরায় তিনি যথেষ্ট ওজনদার নেতা বলেই পরিচিত। কিন্তু তার কয়েক মাস পরেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে দল ছেড়েছেন তিনি।

সেই সঙ্গে দাবি করেছেন ত্রিপুরায় তৃণমূল কোনও দিনই ক্ষমতায় আসতে পারবে না। আর ত্রিপুরার পাশাপাশি তৃণমূল ভাঙতে চলেছে মেঘালয়েও। উল্লেখ্য মুকুল সাংমা-সহ কংগ্রেসের বারো জন বিধায়ক তৃণমূলে যোগদান করেছিলেন। রাতারাতি মেঘালয়ে তৃণমূল প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা পায়। কিন্তু সূত্রের খবর তৃণমূল ছাড়তে চলেছেন অন্ততপক্ষে পাঁচ বিধায়ক। শিটলাং পেল, জিমি ডি সাংমা, হিমালয় সাংলিং, মার্থন সংমা এবং জর্জ বি লিনদো তৃণমূল ছাড়তে চলেছেন বলে খবর। তাঁরা ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক পার্টিতে যোগদান করতে পারেন। স্বাভাবিকভাবেই দলের ভাঙন রুখতে সক্রিয় হয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

অর্থাৎ এটা স্পষ্ট ওই রাজ্যগুলিতে খুব একটা স্বস্তিতে নেই তৃণমূল। উল্লেখ্য অধিকাংশ রাজ্যে কংগ্রেস ভাঙিয়ে বিধায়ক বা নেতা-নেত্রীদের দলে নিয়েছে তৃণমূল। তবে কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন কারণে তাঁদের অনেকেই তৃণমূলে মানিয়ে নিতে পারছেন না। অনেকে গুরুত্ব কম পাওয়ার অভিযোগ তুলে দল ছাড়ছেন বা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে রয়েছেন। যেখানে রাজ্যগুলিতে তৃণমূল ক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখছে সেখানে এই ছবি যে তাদের পক্ষে একেবারেই আশাব্যঞ্জক নয়, তা স্পষ্ট।

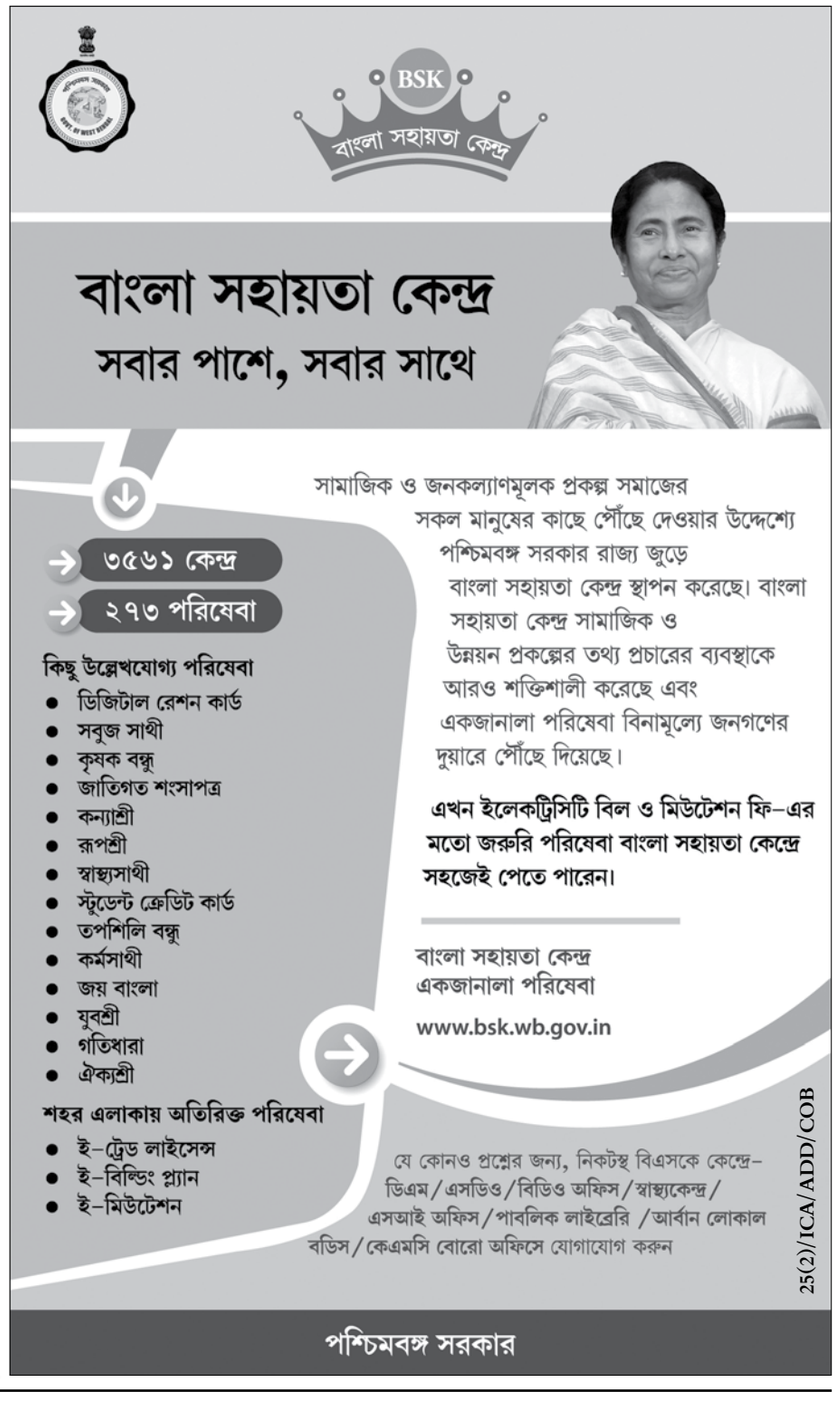

চা শ্রমিকদের অন্তবর্তী মজুরি বৃদ্ধির ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

আলিপুরদুয়ার: মালিকদের সঙ্গে সহমতের ভিত্তিতে চা শ্রমিকদের খুব শীঘ্র মজুরি বৃদ্ধি ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে বলে সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। উত্তরবঙ্গ সফর চলাকালীন আচমকাই তিনি ঘোষণা করেন যে যতদিন মজুরি না বাড়ছে, ততদিন অন্তবর্তী ব্যবস্থা হিসেবে ১৫ শতাংশ বেশি মজুরি পাবেন চা শ্রমিকরা। উল্লেখ্য, আলিপুরদুয়ার জেলার হাসিমারার কাছে সুভাষিণী চা বাগানে ৮ জুন আদিবাসীদের একটি গণ বিবাহের অনুষ্ঠানে এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি বলেন, আগে চা শ্রমিকদের মজুরি ছিল ৬৭ টাকা। এখন ২০২ টাকা। আবার মজুরি বাড়বে। যতক্ষণ না বাড়ছে ততক্ষণ অন্তর্বর্তীকালীন ভিত্তিতে ১৫ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধি করা হবে। এই ঘোষণা বাস্তবায়িত হলে শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি বেড়ে দাঁড়াবে ২৩২ টাকা। কবে থেকে এই নির্দেশ কার্যকরী হবে সেব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী কিছু খোলসা করেননি।

শ্রমমন্ত্রী বেচারাম মান্না ফোনে জানান, শ্রম দপ্তরের পক্ষ থেকে খুব দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা কার্যকরী করার জন্য। তিনি বলেন, গত বছরে ১ জানুয়ারিতেও একবার রাজ্য সরকারের নির্দেশে চা শ্রমিকদের অন্তর্বর্তী মজুরি বৃদ্ধি ঘটেছিল।

মালিক বা শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গে কোন আলোচনা ছাড়াই শ্রমিকদের অন্তর্বর্তী মজুরি বৃদ্ধি ঘোষণা করে রাজ্য। তাই এবারের ঘোষণা মালিক বা শ্রমিক সংগঠন, কোন পক্ষকেই খুশি করতে পারেনি। গত কয়েক বছর ধরে মজুরি বাড়ানোর লক্ষ্যে বহুবার দ্বি ও ত্রি পাক্ষিক বৈঠক হয়েছে। কিন্তু কখনই মালিক ও শ্রমিক সহমত না হওয়ায় মজুরিও বাড়েনি। সবশেষে গত ২ জুন শিলিগুড়িতে ছয় ঘণ্টার ম্যারাথন বৈঠক ভেস্তে যায়। কারণ মালিকপক্ষ ২২০ টাকা মজুরি বাড়ানোর প্রস্তাবে অনড় থাকে। ২৫০ টাকার আশেপাশে হলে চুক্তিতে রাজি ছিল শ্রমিক পক্ষ। সমঝোতা না হওয়ায় শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ১০ দিন এবং স্টাফ ও সাব স্টাফদের মজুরি নিয়ে ১৫ দিনের মধ্যে ফের বৈঠক ডাকার সিদ্ধান্ত হয়। যদিও পরবর্তী বৈঠকে সমঝোতা হওয়ার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা আছে। মনে করা হচ্ছে এই অচলাবস্থা কাটাতে মুখ্যমন্ত্রী ৮ জুনের অনুষ্ঠানে একতরফা ঘোষণা করে দিলেন। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মালিক সংগঠনগুলি সরাসরি প্রতিবাদ না করলেও শ্রমিক ইউনিয়নগুলির অধিকাংশ এতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

চা বাগান মালিকদের অন্যতম সংগঠন টেরাই ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান সঞ্জয় বনসাল বলেন, ১৫ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধি আমাদের জন্য অনেক বেশি। ধুঁকতে থাকা চা শিল্পের পাশে কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকার এগিয়ে না এলে এই ঘোষণার বাস্তবায়ন অত্যন্ত কঠিন। টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার সেক্রেটারি জেনারেল প্রবীর ভট্টাচার্য্য বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার কথা শুনেছি। বিস্তারিত কিছু জানা নেই। শ্রম দপ্তরের বার্তার জন্য অপেক্ষা করছি। চা শ্রমিক ইউনিয়নগুলির জয়েণ্ট ফোরামের অন্যতম আহ্বায়ক জিয়াউল আলম বলেন, মজুরি যুক্তি গ্রাহ্য আলোচনা চলছে। এমন পরিস্থিতিতে কিসের ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রী এই ঘোষণা করলেন, তা বোধগম্য নয়। কারোর সঙ্গে আলোচনা না করেই রাজ্য এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটা একটা চালিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত।

উত্তরবঙ্গের আট জেলায় স্বাস্থ্য পরিষেবায় বরাদ্দ তিন কোটি

জলপাইগুড়ি: প্রত্যন্ত এলাকার রোগীরা যাতে সেই এলাকার স্বাস্থ্য কেন্দ্রেই পরিষেবা পান সেই ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। রাজ্যের বাছাই করা ৫৫১টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়ন সরঞ্জাম কেনার জন্য স্বাস্থ্যদপ্তর ১৬কোটি ৬৬লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে। উত্তরবঙ্গের আট জেলায় ১০৪টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিষেবা চালু হচ্ছে। পরিকাঠামো উন্নয়ন ও সরঞ্জাম কেনার জন্য উত্তরবঙ্গে প্রায় তিন কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য দপ্তরের উত্তরবঙ্গের ওএসডি ডাঃ সুশান্ত রায় বলেন, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির বিল্ডিং আগে থেকেই রয়েছে। তাই সেখানে কিছু রেনোভেশনের কাজ করা হবে এবং ডায়াগনস্টিক পরীক্ষার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কেনা হবে। এই সরঞ্জাম কেনা হবে পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল সার্ভিস কর্পোরেশন লিমিটেড থেকে। জেলার মুখ্য স্বাস্থ আধিকারিকরা নির্দেশ দিয়েছেন ১৫ জুলাইয়ের মধ্যে সমস্ত টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে।

কালিম্পং জেলার তিনটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য ৯লক্ষ ৭ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রত্যন্ত এলাকার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র হিসেবে সেখানে সামতাহার ও তিস্তা স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। দার্জিলিং পাহাড় তথা জিটিএ এলাকার সাতটি কেন্দ্রের জন্য ২১লক্ষ ১৬ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সিটং ও লোধামার মত প্রত্যন্ত পাহাড়ি এলাকার স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুলিকে এই পরিষেবার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়ি সহ তিনটি কেন্দ্রের জন্য ৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কোচবিহার জেলার ২২টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের হুদুমডাঙ্গা ও কুচলিবাড়ি স্বাস্থ্য কেন্দ্র দুটিকে সিলেক্ট করা হয়েছে। খরচ ধরা হয়েছে ৬৬ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা। আলিপুরদুয়ার জেলার ১০টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মধ্যে ভুটান সীমান্তে টোটোপাড়া ও তুরতুরি কেন্দ্র দুটিকে রাখা হয়েছে। বরাদ্দ হয়েছে ৩০ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা। জলপাইগুড়ি জেলার ১৯টি কেন্দ্রের জন্য ৫৭ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে। প্রত্যন্ত এলাকার মধ্যে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের দক্ষিণ বেরুবাড়ি এবং ইনডং স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। এছাড়া উত্তর দিনাজপুরের ১৪টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য ৪৩ লক্ষ্য ৫৩ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের ১০টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৩০ লক্ষ্য ২৩ হাজার টাকা। মালদার ১৯টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৬০ লক্ষ্য ৪৭ হাজার টাকা।

আলাদা রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষণার সময়সীমা বেঁধে দিল কেএলও

ধূপগুড়ি: এবার আলাদা রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষণার জন্য ১৫ আগস্ট পর্যন্ত কেন্দ্রকে সময়সীমা বেঁধে দিল কেএলও। মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফরের ঠিক আগে রাজ্য সরকারের প্রতি ক্ষোভের কথা তুলে ধরলেন কেএলও-র সুপ্রিমো জীবন সিংহ। তবে একসময় যারা পৃথক রাজ্যের দাবিতে জীবন সিংহের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিলেন সেই প্রাক্তন সঙ্গীরা এখন আর কেএলও-র সুপ্রিমোর সঙ্গে একমত নন। একসময় কেএলও-র প্রথম সারির নেতা পুলস্ত বর্মণের মতে হুংকারের সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সমস্যা সমাধানের একমাত্র রাস্তা হল রাজনৈতিক আলোচনা। কিন্তু জীবনবাবু যেভাবে হুমকি দিচ্ছেন তা আমি সমর্থন করিনা। জীবনবাবু বর্তমানে হোমগার্ডে কর্মরত।পুলস্ত বর্মণের মত একই সুরে কথা বলেছেন, প্রাক্তন কেএলও হর্ষবর্ধন বর্মা, ভূপেশ রায় ওরফে কালিয়া ও লিংকম্যান মঞ্চলাল সিংহ।

২০২১ সালের শেষের দিকে অসম সরকারের মধ্যস্থায় কেন্দ্রের সঙ্গে কেএলও-র শান্তি চুক্তির সম্ভাবনার খবর প্রকাশ্যে আসে। কেএলও সূত্রের খবর, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বকর্মার মধ্যস্থতায় ইতিমধ্যে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-এর সঙ্গেও একাধিকবার আলোচনা হয়েছে জীবন সিংহের। সম্ভাব্য শান্তিচুক্তি এবং দশকের বেশি সময়ের পর মূলস্রোতে ফেরার বিষয়ে কেএলও চিফের শর্তাবলীও বিস্তারিত জানানো হয়েছে কেন্দ্র সরকারকে।

নতুন রাষ্ট্রপতির মনোনয়নে নাম রয়েছে বাংলার প্রাক্তন রাজ্যপালের

নিউ দিল্লি: বর্তমান রাষ্ট্রপতির মেয়াদ শেষ হওয়ায় চলতি মাসের শেষের দিকেই দেশে হতে চলেছে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। পূর্বেই ঘোষণা হয়েছে তার দিনক্ষণ। এবার সামনেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। তাঁর ঠিক আগে বিরোধী ঐক্যের সলতে পাকাতে দিল্লি গিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু বিরোধীদের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হবেন কে?

এই প্রশ্নটাই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে জাতীয় রাজনীতির অলিন্দে। এনসিপি নেতা শরদ পওয়ারকে নিয়ে জল্পনার মাঝেই উঠে এল পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধীর নাম। সূত্রের খবর, বিরোধীদের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হওয়ার জন্য গোপালকৃষ্ণের 'শরণাপন্ন' হয়েছেন বিরোধী শিবিরের একাংশ।

উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে দেশের উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য বিরোধীদের মনোনীত প্রার্থী হয়েছিলেন গোপালকৃষ্ণ গান্ধী। তবে বেঙ্কাইয়া নাইডুর কাছে হেরে যান গান্ধী-পৌত্র। তবে ২০০৪ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত বাংলায় রাজ্যপাল পদে দায়িত্ব সামলেছিলেন তিনি।

সূত্রের খবর, আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য বিরোধী শিবিরের বেশ কয়েকজন নেতা ফোনে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। বিরোধীদের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হওয়ার জন্য তাঁর কাছে অনুরোধও করা হয়েছে। বিরোধী নেতাদের অনুরোধে গোপালকৃষ্ণ প্রাথমিকভাবে 'ইতিবাচক' সাড়া দিয়েছেন বলেই সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে। বিরোধী শিবিরের একাংশে দাবি, রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হওয়ার জন্য গান্ধী-পৌত্র 'সম্মত' হলেই সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী করা হবে।

যদিও গত এক বছর ধরে বিরোধীদের রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসেবে এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পওয়ারের নাম শোনা যাচ্ছিল। তাঁকে নিয়েই চলছিল চর্চা। জানা গিয়েছে, তিনি এই প্রস্তাবে 'সদিচ্ছা' দেখাননি। মঙ্গলবার এনসিপি-র পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সংখ্যার বিচার করেই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন বর্ষীয়ান নেতা।

গতকাল দিল্লিতে পা রেখেই পওয়ারের সঙ্গে বৈঠক করেন তৃণমূলনেত্রী। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়েই তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বলে খবর। আজ, বুধবার মমতার আমন্ত্রণে দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের রণকৌশল নির্ধারণে বৈঠকে বসছে বিরোধী দলগুলি। আমন্ত্রণ করা হয়েছে কংগ্রেসকেও।

অবশেষে পড়লো শিলমোহর, আচার্য পদে বসছেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা: রাজ্যপাল ও রাজ্য সরকারের মাঝের দ্বন্দ্ব লেগেই আছে। দাবি উঠেছে রাজ্যপালকে সমস্ত পদ থেকে সরানোর। এই দাবিতে অবশেষে স্থির হলো রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য পদে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য পদে বসছেন। মন্ত্রিসভায় এই বিষয়ে শিলমোহর পড়ে গেল। এরপর বিল নিয়ে আসা হবে বিধানসভায়। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। বিরোধীরা এই সিদ্ধান্ত নিয়ে সরব হয়েছেন। রাজ্যপালও ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রীর আচার্য হওয়ার প্রসঙ্গে।

দিন কয়েক আগেই সরকারিভাবে জানানো হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য পদে বসবেন। এই নিয়ে চূড়ান্ত রাজনৈতিক জল্পনা শুরু হয়। আচার্য পদে রয়েছেন রাজ্যপাল। দীর্ঘদিনের ইতিহাসে রাজ্যের রাজ্যপাল বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য পদে রয়েছেন। তাহলে কি সেই নিয়ম বদলে ফেলতে চাইছে তৃণমূল?

আলোচনা, জল্পনা শুরু হয়েছিল তখন থেকেই। রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক। বিভিন্ন বিষয়ে নবান্ন ও রাজভবনের সংঘাত দেখতে পাওয়া যায়। শিক্ষাক্ষেত্রেও একাধিকবার এই ঘটনা সামনে এসেছে। মন্ত্রিসভার বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রীকে আচার্য করার বিষয়ে শিলমোহর পড়ল। মন্ত্রিসভার সকলে এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। শুধু তাই নয়, রাজ্যের নিজস্ব কৃষি, প্রাণিসম্পদ, স্বাস্থ্য, মৎস্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য এবার মুখ্যমন্ত্রী হবেন।

সিপিএমের পক্ষ থেকে এই ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে। মহাম্মদ সেলিম জানিয়েছেন, এটি একটি রোগ। এই রোগে শুধু মুখ্যমন্ত্রী নন, গোটা মন্ত্রিসভা ও তার পারিষদবর্গ আক্রান্ত হয়েছেন। ক্ষমতার একনায়কতন্ত্র চলছে। নাৎসিজিমের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে রাজ্যের বর্তমান শাসন অবস্থাকে। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় পদে আচার্য থাকুক কোনও শিক্ষাবিদ। রাজনৈতিক কোনও ব্যক্তিত্বর আচার্য পদে থাকা উচিত নয়। একথাই দাবি করছে সিপিএম।

রাজ্যের আচার্য পদ নিয়ে তুমুল জল ঘোলা চলছে। নবান্ন যে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তা কখনওই মানা যায় না। এমনই বক্তব্য বিজেপির প্রধান মুখপাত্র সৌমিক ভট্টাচার্যের। সর্বগ্রাসী নিয়ন্ত্রণ ও দলতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে তৃণমূল। সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্জলী যাত্রা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। একথা জানিয়েছেন তিনি। রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর নিজেও এই বিষয়ে বিতর্কে জড়িয়েছেন। তিনি কখনওই বিশ্ববিদ্যালয় আচার্য পথ থেকে সরতে রাজি নন। এই বিলে তিনি সই করবেন না। একথা কার্যত পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন তিনি।

টেট দুর্নীতি: কোর্টের নির্দেশে চাকরি গেল ২৬৯ জন শিক্ষকের

কলকাতা: আদালতের নির্দেশে চাকরি গেল ২৬৯ জন প্রাথমিক শিক্ষকের। কলকাতা হাইকোর্ট ওই শিক্ষকদের সংশ্লিষ্ট স্কুলে ঢোকাই বন্ধ করে দিয়েছে। অবিলম্বে ঐ শিক্ষকদের বেতন বন্ধ করে দেওয়ারও নির্দেশ সহ এতদিন তাঁরা যে বেতন পেয়েছেন তা ফিরিয়ে দেওয়ারও নির্দেশ দেয় আদালত। ১৩ জুন আদালতের এই নির্দেশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জেলা প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিলের চেয়ারম্যানদের কাছে ওই শিক্ষকদের নিয়োগ প্রত্যাহার করার জন্য চিঠি পাঠিয়ে দেন পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সচিব।

নিয়োগের দুর্নীতির অভিযোগে এই নির্দেশ দেয় আদালত। এছাড়া ১৩ জুন বিকেল সাড়ে পাঁচটার মধ্যে মামলা রুজু করার জন্য সিবিআই কে নির্দেশ দেয় আদালত। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের মানিক ভট্টাচার্য এবং সচিব রত্না চক্রবর্তী বাগচীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বিকেল পাঁচটার মধ্যে সিবিআই-এর দপ্তরে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।

তবে সিবিআই পদক্ষেপ নেওয়ার আগেই আদালতের নির্দেশ মেনে পর্ষদের পদাধিকারীরা নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সিবিআই-এর দপ্তরে পৌঁছে যান। দীর্ঘক্ষণ তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। ২০১৪ সালের প্রাথমিক টেটের ফলাফলের ভিত্তিতে ২০১৭ সালের দ্বিতীয় প্যানেল থেকে নিয়োগ আইন মেনে হয়নি অভিযোগ করে যে মামলা দায়ের করা হয়েছিল, তার ভিত্তিতে ১৩ জুন এই নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। কারণ কিছু চাকুরিপ্রার্থীর অভিযোগ ছিল অনেককেই পরীক্ষায় অতিরিক্ত নম্বর দেওয়া হয়েছিল। যদিও প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের বক্তব্য ছিল, ওই বছরে টেট-এ একটি প্রশ্ন ভুল থাকায় বাড়তি নম্বর দেওয়া হয়েছিল।

২০১৪ সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে এর আগে একাধিক মামলা দায়ের করা হলেও এতদিন কোন বিতর্ক তেমন ভাবে দানা বাঁধেনি। কিন্তু বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে এই মামলার শুনানিতে উঠে আসে যে, ২৬৯ জনকে বেশি নম্বর দিয়ে পাশ করানো হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, ২৩ লক্ষ্য চাকরি প্রার্থীর মধ্যে মাত্র ২৬৯ জনকে কেন পাশ করানো হল। পর্ষদের আইনজীবী লক্ষীগুপ্তা অবশ্য আদালতকে জানিয়েছিলেন, সবকিছু খতিয়ে দেখার পর ২৬৯ জনকে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্য এই যুক্তি মানেননি। তিনি সিবিআই কে এই নিয়োগ সম্পর্কে তদন্ত করার নির্দেশ দেন।

সম্পাদকীয়

সরকারি পরিকল্পনা এবং তাঁর বাস্তবায়ন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' 'স্বাস্থ্যসাথী কার্ড' 'দুয়ারে সরকার' প্রকল্পগুলি রাজ্য জুড়ে জনগণের মধ্যে সাড়া ফেলেছে। আগে যে সব সুবিধা পাওয়ার জন্য দূর-দুরান্তে অফিসগুলোতে দৌড়াদৌড়ি করতে হত, এখন সে সব সুবিধাগুলি 'দুয়ারে সরকার' প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগনদের বাড়ির কাছে পৌঁছে গেছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে এটাও দেখা গেছে যে, অনেক মহিলা তিন-চার বার লক্ষ্মীর ভান্ডার, স্বাস্থ্যসাথী ফর্ম জমা দিয়েও এখনও পর্যন্ত কোনও পরিষেবা বা সুবিধে পাননি। যদিও সরকার বলে ছিল যে এই প্রকল্পের পরিষেবা ২৫ বছর-উত্তীর্ণ সমস্ত মহিলা পাবেন। তবুও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, যে সব মহিলার স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নেই, তাঁদের দুয়ারে সরকার শিবিরে লক্ষ্মীর ভান্ডার ফর্ম নেওয়া হচ্ছে না। অনেকেই স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের জন্য পাঁচ-ছ'বার ফর্ম জমা করেও ওই কার্ড পাননি। এরফলে অনেকেই লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের টাকা পাওয়া থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছেন।

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের ক্ষেত্রেও সুবিধা ভোগীরা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। বহু বেসরকারি হাসপাতালগুলিতে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের আওতায় যাওয়া রোগীদের বিভিন্ন আজুহাত দেখিয়ে ফিরিয়ে দিচ্ছে। এই ভাবে দিনের পর দিন সরকারের নির্দেশের অবমাননা করেও তাঁরা বেঁচে যাচ্ছে। এই সব রুখতে সরকারের আরও সক্রিয় ভুমিকা নেওয়া প্রয়োজন। সরকারের প্রয়োজন একটি কমিশন গঠন করা অথবা প্রতি জেলায় এক জন করে অফিসার নিয়োগ করা যারা এই সমস্ত সমস্যাগুলি সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ নেবে। নাহলে জনকল্যানে তৈরি বহু সরকারি পরিকল্পনাই সঠিক ভাবে বাস্তবায়নের অভাবে এইভাবেই সীমিত থেকে যাবে।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা	ঃ দেবাশীষ ভৌমিক
সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
সহ-সম্পাদক	ঃ রনিত সরকার, চিরন্তন নাহা, বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী
ডিজাইনার	ঃ সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

কবিতা

রাতযাপনের অধ্যায়

- পূর্বালী দে

অনুরোধে থাকেনি যারা, অভ্যাসে যারা নিস্ক্রিয়
কৃত্রিম অবরোধ ধরে, হেঁটে চলে মিথস্ক্রিয়।

কালঘুমে ঘুণ ধরে, সিড়ি থামে অন্তিমে,
নেশাতুর জেগে আছে, থেকে যেও এক টিমে।

বাদুড়ের কারসাজি, ভীতিকে জোর করি,
নিভে যাওয়া শরীর জুড়ে, আরামদের সুরসুরি

আবছা আলো জ্বলে, জাগরনে হয়েছে কাহিল
স্তরে স্তরে রাখা আছে, দক্ষতা প্রমাণে অমিল।

প্রবন্ধ

বর্ণমালার ঘ্রাণ

....সুকান্ত নাহা

সকাল এগারোটা। শেয়ালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির দরজায় জং-ধরা ধুমসো প্রাগৈতিহাসিক তালাটা এখনও গভীর ঘুমে কেতরে পড়ে আছে। যদিও এই ছবিটা এখন সকালে সূর্য ওঠা আর সন্ধেয় অস্ত যাওয়ার মতই স্বাভাবিক। কেউ ফিরেও তাকায় না এসব ছিঁচকে অসংগতির দিকে। মানুষজন এখন ভীষণ ব্যস্ত ও নৈর্ব্যক্তিক। শেয়ালকাটায় যে একদা লাইব্রেরি বলে ছোট্ট একটি ঘর ছিল যেখানে রোজ মানুষজন আসতেন বই পড়তে, বাড়িতে বই নিয়ে যেতেন, সারাদিন খোলা থাকত ঘরের দরজাটা, আশপাশের চা-বাগানের পিওন কিংবা ডাকওয়ালারা বাবুদের বইয়ের লিস্ট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন, গ্রন্থাগারিক সেসব সামলাতে হিমসিম খেতেন, এসব জীবিত পূর্বজদের জানা থাকলেও নব্য মানুষজন এসব কিছুই জানেন না।

লাইব্রেরির বাইরের চাতালটায় 'হ্রস্ব-উ'-এর মতো উটকো হয়ে বসে রাখু এসব ভাবতে ভাবতে মনে মনে খচে গিয়ে রাগে ফুলছিল হাপরের মতো। ফাতনাপুর চা-বাগানের মালবাবু রাখালচন্দ্র সামন্ত ওরফে রাখু উটকো হয়ে বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারেনা । পাইলসের সমস্যা আছে। কষ্ট হয়। আর সেই কষ্টটাই খচে ওঠার বিক্রিয়ায় অণুঘটকের কাজ করছিল। রাখু তাই কোমর আর নিতম্ব প্রদেশকে একটু রিল্যাক্স দিতে খেপে খেপে উঠে চট্ করে পায়চারিটা সেরে নিচ্ছিল বিজ্ঞাপন বিরতির মতো। একসময় পঞ্চম বিড়িটার পোঁদে 'ফুঁক' করে তেড়ে একটা ফুঁ মেরে অন্তর্ঘাতী ধুলোর সাথে জগার ওপর তীব্র রাগটাও বাতাসে ছুঁড়ে দিল রাখু। দাঁত কিড়মিড় করতে গিয়ে যদিও সেটা যুতসই হলো না। মোলার, প্রিমোলার গুলো যৌবনেই পাইরিয়ার রোড-রোলারের চাপে শহীদ হয়ে গেছে। এখন গুটিকয় কৃন্তক আর শ্বদন্ত হাঁ করলেই ঝলসে ওঠে ড্রাকুলার মতো।

লাইব্রেরিয়ান জগবন্ধু দাসের এখনও পাত্তা নেই। কদিন ধরে লাগাতার ফোন করার পর গতরাতে ফোন তুলেছিল। বলেছিল দশটার মধ্যে ঢুকে যাবে। ব্রেকফাস্ট-ব্রেক এ বড়-সাহেবকে 'ওষুধ কিনতে যাচ্ছি' বলে আধঘন্টার ছুটি নিয়েছিল রাখু। দেরি হলে কেস খেতে হবে। বইগুলো জমা দিয়ে আরো একমাসের খোরাক নেবে বলে বাজারের ব্যাগের সাথে একস্ট্রা ব্যাগও নিয়ে এসেছিল সে। জীবনে বই আর বিড়ি ছাড়া আর কোনও নেশা নেই রাখুর। সারাদিন অফিস করে গভীর রাত পর্যন্ত বই পড়ে। বই পড়তে পড়তে মেঝেময় বিড়ির ছাইয়ে আলপনা দেয়। বৌ অনেক আগেই এসব উৎপাতের ঠেলায় অতিষ্ঠ হয়ে আলাদা ঘরে শোয়। এখন ছেলে মেয়েরাও বাবাকে সংসারে এক বিচিত্র জীব বলে মনে করে। লাইব্রেরীর অর্ধেক বই-ই গিলে খেয়েছে রাখু। একদিন বই না হাতে পেলে তাই মেজাজ খিচড়ে থাকে। আপাতত জগার ওপর ক্ষেপে আছে রাখুর মেজাজটা।

প্রথম প্রথম জগা অবশ্য রোজই আসত। এসে দরজা,জানলা খুলে, নিজে হাতে ষোল বাই কুড়ির ঘরটার ধূলো ঝেড়ে জলছড়া দিত চৌকাঠে। তারপর ধূপকাঠি জ্বালিয়ে রবিঠাকুর, বিদ্যাসাগর, দেশবন্ধু হয়ে রাধাকৃষ্ণন সকলকে সুগন্ধি ধোঁয়ায় আমোদিত করে টেবিলটা ঝেড়ে পুঁছে মেম্বার রেজিস্টারটা খুলে একবার চোখ বুলিয়ে জানালা দিয়ে হাঁক পাড়ত রাস্তার উল্টো ফুটের চায়ের দোকানের ছোকরাটিকে। চায়ের সাথে সিগারেট ধরিয়ে তাক থেকে টেনে নিত নিজের পছন্দ মতো কোনও বই সময় কাটাতে। রাখু এলে তাও গল্পে কথায় কিছুটা সময় কাটত। কিন্তু রাখুর হাতে যে সময় বড় কম। বই নিয়েই সে ছুট দিত বাড়ির পথে।

সপ্তাহ খানেক পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার বাইকের তেল পুড়িয়ে আসা যাওয়া করে শেয়ালকাটার হাওয়াটা বুঝে জগবন্ধু ছকে নিয়েছিল পরবর্তী কর্মসূচি। লোকাল পঞ্চায়েত মেম্বারকে ফিট করে সামনের পানের দোকানের মালিককে পটিয়ে লাইব্রেরির চাবিটা গচ্ছিত রেখে মাসে দু' একদিন করে বুড়ি ছোঁয়া দিতে লাগল। চাকরিটাও থাকল, আর এই একঘেয়ে জীবনটাও কাটাতে হল না।

কিন্তু বিধি বাম হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই রাখু। কদিন না এলেই ফোনের পর ফোন। মনে মনে বিরক্ত হতো জগা, "আরে এত পড়ে কোন পণ্ডিত হবি রে তুই! এ যুগে কেউ এত বই পড়ে নাকি! নেট খুললেই তো সব জানা যায়"। কিন্তু সরকারি গ্রন্থাগারিক হয়ে এসব বলা যায় না। তাছাড়া রাখালচন্দ্র লোকটা ট্যারা টাইপের। মাঝে সাঝেই হুমকি দেয়,না এলে ওপর তলায় নালিশ করবে।

বিরক্তির চরম সীমায় উঠে জগার ফোনে ফোন করে রাখু। ফোন সুইচড- অফ শোনায়। গজগজ করতে করতে পান দোকানের কাছে এসে দোকানিকে চাবির কথা জিজ্ঞেস করে রাখু জানতে পায় চাবি জগবন্ধু নিয়ে গেছে। রাগে দোকানিকে উদ্দেশ্যে করে জগবন্ধু সম্পর্কে যা মুখে আসে তাই বলে যেতে থাকে রাখু। পাশে দাঁড়িয়ে মোবাইলে মনোযোগী ছেলেটি এতক্ষণ সব শুনছিল। রাখু শান্ত হতেই সে বলে, "কাকু, তুমি বই পড়তে খুব ভালবাস তাই না। কষ্ট করে এতদূর এসে বই নিয়ে যাওয়ার কী দরকার। অ্যাপস ডাউনলোড করে নিলেই তো পার। হাজার হাজার বই পড়তে পারবে ঘরে বসে।"

রাখু কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে ছেলেটার দিকে। তারপর নিচু হয়ে একটা বই বের করে বাজারের ব্যাগ থেকে। বইটা খুলে ছেলেটার নাকে সামনে সটান মেলে ধরে বলে, "শোঁকো।"

-"মানে!" ছেলেটা অবাক হয়ে তাকায়। হয়তো বা বিরক্তও।

-" শোঁকো..কিছু বুঝলা? বোঝো নাই তো? বুঝবাও না। বোঝার দরকারও নাই।"

বইটা ব্যাগে পুরে সাইকেলে উঠে পড়ে রাখু। সাইকেল চালাতে চালতে বাতাসে মিলিয়ে যেতে থাকা গন্ধটা শেষ মুহূর্তে টেনে নেয় নাকে। কাগজের গায়ে লেগে থাকা কালো বর্ণমালার চনমনে, চমৎকার জীবনদায়ী ঘ্রাণ।

গল্প

ভালো মানুষ

....ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য

গনেশবাবুর চার ছেলের মধ্যেই মেজছেলে সমরকে নিয়ে চিন্তা।নিজের খেয়ালে চলে। পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই তাকে কথা শোনাবার।সমর বড়ই স্নেহ প্রবন।বাড়ির ছোটোবড়ো সকলের ভালোর জন্য চেষ্টা চালিয়ে যান। বিএ পাশের পর বিদ্যুত পর্ষদে চাকরি পেলো। কয়েকবছর পর কেউ বলে "সমরবাবু চাকরি ছেড়ে বিএড পাশ করলে স্কুলে চাকরি পাওয়া যাবে।ভালো মাইনে আছে।" সমর ভাবলো এটাই ঠিক। চাকরি ছাড়লো।বাড়িতে কোনকিছু জানানো হয়নি।মা জিজ্ঞাসা করে" সমর অফিস যাচ্ছিসনা কেন?" অনেক দিন পর আসল কথা বললো।বিএড পাশ করলেন কিন্তু চাকরি কোথায়?যাহোক কোনোরকমে কোলকাতার স্কুলে শিক্ষকতার কাজ পেলেন । প্রধান শিক্ষক তাকে ভালোবাসে।ছাত্রদের বকলে কখনো মারলে সমরবাবু পরে ওদের আদর করে বলতেন" তোদের বেশি লাগেনি তো"? এমন নরম মনের টিচার খুব কম আছে।ছাত্রদের মন কেড়ে নিতে বেশি সময় লাগেনি।সমরস্যার একদিন না আসলে ছাত্রদের মন খারাপ হয়।

বাড়িতে বড়দার মেয়েদের ভালোবাসেন।নিজের কাজ ফেলে রেখে ওদের সুবিধা অসুবিধার জন্য ভাবনা।মাবাবা বিরক্ত হয়ে বলেন " তোর বিয়ের পর এইভাবে যদি ওদের পেছনে সময় দিস তাহলে বৌ পালিয়ে যাবে।বৌদির আনন্দ এমন দেবর থাকলে আর চিন্তা কি।

আপনমনে চলেন তিনি মনখুশিতে।সংসারে এমন আপনজন থাকলে কোনো চিন্তা হবার নয়।মা চিৎকার করে বলে" পৃথিবীতে সবাই এমন ভালোকে পছন্দ করবে।কিন্তু ভালোমানুষী করতে গিয়ে নিজের আর কিছু হবেনা মনে রাখিস।"সমর আপন খেয়ালী। একদিন স্কুলের হেডমাস্টার ডেকে বলে " আমার সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করলে সুখী হবেন। " সমরবাবু বলে "এই বিষয়ে মাবাবা আগে বলবেন। " বিয়ে করবেন আপনি ,আপনার পছন্দ হলেই সব।" মেয়ে দেখে পছন্দ হয়েছে ওদের বলে।বাড়িতে খুবই আপত্তি উঠলো এইভাবে না জানিয়ে যাওয়া।হেডমাস্টার সমরবাবুর বাড়িতে জানান " আমার মেয়েকে ওর পছন্দ এবং বিয়েতে রাজি।" মাবাবা বলেন " আমরা রাজি নই।" মা বললেন " আমার তিন ছেলের বৌ হবে এমএ বিএ পাশ আর তোমার বৌ যদি মাধ্যমিক পাশ হয় তাহলে অন্য বৌয়েরা হাসাহাসি করবে।"

সমর বলে " একজনকে কন্যাদায় হতে রক্ষা করাই ধর্ম মা।বিদ্যা কম হলেও অন্যগুন হয়তো থাকবে।"

"সমর সবসময় দয়া ধর্ম করে জীবন চলে না।সংসার সুখে সম্পদে মান সম্মান বজায় রাখতে হয়।নিজের খেয়ালে আর পরোপকারী হয়োনা।"

এখানে থেমে গেলেন মেজছেলে।অসুস্থ সেজভাইয়ের দেখা শুনা করতে স্কুল যেতে দেরি হয়েছে কয়েক দিন।বিয়ে নাকচ হেডস্যার সহজে মেনে নিলেন না সাথে অন্যান্য টিচারও। " সমরবাবু

আপনার দেরি হচ্ছে অনেক দূরের পথে থাকেন দেখলাম তো গিয়ে।আপনার বাড়িঘর কতসুন্দর।দাদা ভাইয়েরা ভালো রোজগার করে এতো দূরে স্কুলে এসে কেন কষ্ট করবেন বরং বাড়ির কাছে চাকরি করুন।আপনি ভালো টিচার।"

সহকারী প্রধান শিক্ষক বলেন আমাদের কাছে অনেকেই আছে তাদের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ।আপনি ছেড়ে দিলে ওদের একজনের সুবিধা হয়। আপনি লিখে দিন যে দূর থেকে আসতে পারছেননা । হেডস্যারের নির্দেশে স্বেচ্ছায় চাকরি ছেড়ে দিলেন। সমর কাজে যাচ্ছে না এখন।।বাড়িতে জিজ্ঞেস করলে " স্কুল যাবিনা" ।এড়িয়ে গেল।পরে বলে" আমার থেকে অনিমেষবাবুর বেশি দরকার চাকরি করা"আমি যা করেছি সেটি ঠিক।

কাছে পিঠে স্কুলে পড়াবো।

সবশুনে সকলেই হতবাক।সংসার হলোনা।যত্রতত্র দাণ ধ্যাণ করাই কাজ।। সকলের উপকারে সুখ।

বাবার ও মায়ের অসুস্থতায় নিরলস সেবা সুশ্রুষা।

বাড়ির এহেন ছেলে আলাদা।অন্যান্য ভাইয়েরা যখন পরিবারের সাথে আনন্দ করে উনি রাত জেগে মাকে দেখে।গরীব ছাত্রদের ফ্রীতে পড়িয়ে খুশি। নিজের দিকে তাকানোর সময় কোথায়?

ভাইপো ভাইঝির পেছনে সময় দেয়া ওদের ভালোবেসে আনন্দ।তাদের উপকার করার মধ্যেই নিজেকে উজার করা।আজো বেকার।সেবাই যে ওর কাছে পরম ধর্ম।

রাজ্যে প্রথম দিনহাটার অধীশা

দিনহাটা: উচ্চমাধ্যমিকের মেধা তালিকায় উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখল উত্তরবঙ্গ। দিনহাটার সোনীদেবী জৈন হাইস্কুলের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী অধীশা দেবশর্মা রাজ্যে প্রথম হয়েছে। পিছিয়ে নেই কোচবিহারের নিশিগঞ্জ, হলদিবাড়ি সহ উত্তরবঙ্গের অনান্য জেলা গুলিও। উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদ, দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর, মালদার নঘরিয়া, গাজোল, ভালুকা ইত্যাদি পিছিয়ে পড়া জায়গার পড়ুয়ারাও এবার উচ্চমাধ্যমিকে কৃতিত্বের সব স্বাক্ষর রেখেছে। উল্লেখ্য, রাজ্যের ২৭২ জনের মেধা তালিকায় ৫০ জন রয়েছে উত্তরবঙ্গের। তবে সবচেয়ে ভালো ফল করেছে কোচবিহার। মেধা তালিকায় ৫০ জনের মধ্যে বাংলা-অসম বর্ডার থেকে রয়েছে ২২ জন। আবার ১০ জন শুধু রয়েছে সোনীদেবী জৈন হাইস্কুলের। বলাবাহুল্য, মাধ্যমিকের মত উচ্চ মাধ্যমিকেও মেধার নিরিখে কোচবিহার থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলা। জলপাইগুড়ি থেকে মাত্র একজন প্রথম দশে স্থান পেয়েছে। রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী সমাদৃতা দাস অষ্টম হয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলায় ম্যাক ইউলিয়াম হাইস্কুল উজ্জ্বল ফলাফলের ধারাবাহিকতা বজায় রাখলেও সামগ্রিক ভাবে জেলা থেকে মেধা তালিকায় মাত্র দুইজন। শিলিগুড়ি থেকে একজন মাত্র আছে মেধা তালিকায়। হায়দারপাড়ার বুদ্ধভারতী হাইস্কুলের রিতা হালদার মেধা তালিকায় সপ্তম স্থান অধিকার করেছে।

১০ জুন টিভির পর্দায় রাজ্যে প্রথম স্থানাধিকারী অধীশা দেবশর্মার নাম ফুটে উঠতেই দিনহাটা পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডে বলরামপুর রোডে অধীশাদের বাড়িতে শুভকাঙ্খীদের ভিড় ক্রমশই বাড়তে থাকে। বাবা তপন দেবশর্মা প্রাথমিক স্কুলের টিচার। মা ইন্দিরা দেবশর্মা স্বাস্থ্যকর্মী। ইন্দিরা দেবী বলেন, মাধ্যমিকে ৬৭৮ নম্বর পেয়ে বিজ্ঞান নিয়ে সোনীদেবী জৈন হাইস্কুলে ভর্তি হয় অধীশা। তিনি জানান, ওর পড়াশোনার কোন বাঁধাধরা ছক ছিলনা। নয়জন গৃহ শিক্ষকের কাছে পড়ার পর মেয়ে দিনে বাড়িতে দুই-তিন ঘণ্টা করে পড়াশোনা করত। পড়াশোনার বাইরে অধীশা নাচ-গান-আবৃতিতেও বেশ আগ্রহী। অধীশা জানায় আগামীতে তার অঙ্ক নিয়ে গবেষণা করার ইচ্ছে। সেইসাথে পথশিশুদের জন্য তার কিছু চিন্তা ভাবনা রয়েছে।

রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের বৈদ্যুতিককরণের কাজ শুরু

আলিপুরদুয়ার: পরিকিঠামো- গত উন্নয়নের লক্ষ্যের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ছয়টি দিক দিয়ে নতুন করে বৈদ্যুতিককরণের কাজ শুরু হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৪৯২ কিমি রেলপথ বৈদ্যুতিকরণ করা হবে। এর জন্য খরচ হবে প্রায় ৪৭৫ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষের মধ্যেই এই কাজ শেষ করার পরিকল্পনা নিয়েছে রেল। এই রেলপথ বৈদ্যুতিককরণের কাজ শেষ হলে উত্তর-পূর্ব ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত হবে। এই বৈদ্যুতিকরণের ফলে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের চ্যাংরাবান্ধা ও অন্যদিকে বামণহাট পর্যন্ত রেলপথ বৈদ্যুতিকরণ হয়ে যাচ্ছে।

রেলসূত্রে জানাগেছে, শিলিগুড়ি জংশন থেকে নিউমাল জংশন পর্যন্ত রেলপথকে ফাস্ট ফেজ ধরা হচ্ছে। চলতি বছরের নভেম্বরের মধ্যে এই কাজ শেষ হলে সেকেন্ড ফেজের কাজ শুরু হবে। নিউমাল জংশন থেকে আলিপুরদুয়ার জংশন রেলস্টেশন হয়ে শামুকতলা পর্যন্ত রেলপথের বৈদ্যুতিক করণের কাজকে সেকেন্ড ফেজ ধরা হয়েছে। ২০২৩ সালের জানুয়ারির মধ্যে সেকেন্ড ফেজের কাজ শেষ করা হবে। এরপর শুরু হবে থার্ড ফেজের কাজ। যা নিউ কোচবিহার থেকে গোলকগঞ্জ হয়ে ধুবড়ি পর্যন্ত রেলপথের বৈদ্যুতিকরণের কাজও ওই বছর জানুয়ারির মধ্যে শেষ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে আরও কয়েক ধাপে নিউমাল জংশন থেকে নিউ ময়নাগুড়ি, তারপর জলপাইগুড়ি রোড সংলগ্ন ওয়াইলেগ জংশন থেকে চ্যাংরাবান্ধা ও মাথাভাঙ্গা হয়ে নিউ কোচবিহার বামনহাট পর্যন্ত বৈদ্যুতিককরণ হবে। এই বিদ্যুৎচালিত ট্রেন পরিসেবা চালু করতে নিউমাল জংশন, মাদারিহাট, মাথাভাঙ্গা, দিনহাটার ফলিমারি, অসমের গোলকগঞ্জে বিদ্যুতের সাব স্টেশন তৈরি করা হবে। সমগ্র কাজের দায়িত্বে রয়েছে ইরকন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড।

এছাড়া নিউ কোচবিহারে একটি পাওয়ার ওয়াগান শেড তৈরি করা হবে। বর্তমানে ফাউন্ডেশন সহ বিদ্যুতের খুঁটি বসানো সহ অন্য কাজ চলছে। কাজের দায়িত্বে থাকা সংস্থার আলিপুরদুয়ার ইলেক্ট্রিফিকেশন প্রোজেক্টের জেনারেল কুন্তল ঘোষ ব্লেণ, দ্রুত কাজ করা হচ্ছে। আশা করছি, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই কাজ শেষ করা যাবে।

আলিপুরদুয়ারের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার দিলীপকুমার সিং বলেন, আগামী একবছরের মধ্যে এই ডিভিশনের সমস্ত সেকশনেই ইলেক্ট্রিফিকেশনের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। যাত্রীবাহী ও মালবাহী ট্রেনও চলবে। এই কাজের অঙ্গ হিসেবে শীঘ্রই কোচবিহারে একটি নতুন অফিস হবে।

দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে করা পদক্ষেপ নিল তৃণমূল

শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি পুরনিগম নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ঘোষণার পর দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে একাধিক ওয়ার্ডে নির্দল প্রার্থী হয়ে দাঁড়ানোর ঘোষণা করেছিল একাধিক দলের কর্মীরা। পরে অবশ্য বেশ কয়েকজন কর্মীদের বোঝায় দলের শীর্ষ নেতারা, বোঝাতে সক্ষম হলেও বেশ কয়েকজন নেতা ও কর্মী নির্দল প্রার্থী হয়ে দারানোয় তাদের দল থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয় তৃণমূল।

সেই একই ছায়া লক্ষ করা গেল শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের নির্বাচনেও। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পড়ে দল ও দলের নেতাদের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ প্রকাশ করে মহকুমার বিভিন্ন স্তরে নির্দল প্রার্থী হয়ে দাঁড়ানো ও তাদের সমর্থন করায় প্রায় ৩০জন দলের কর্মীদের বহিষ্কার করলো তৃণমূল কংগ্রেস।

১৩ জুন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে বহিষ্কারের কথা জানালো সমতল জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষ। তিনি জানান, দল বিরোধী কাজের জন্য করা ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় দলের ওই সব কর্মীদের বিরুদ্ধে। কয়েকজনকে বোঝানোর চেষ্টা করা হলেও বেশ কয়েকজন অনড় রয়েছে তাদের সিদ্ধান্তে, তাই দলের সবার সাথে আলোচনা করে দল থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এই সব কর্মীদের।

ফাসিদেওয়া ১ থেকে আখতার আলী, তাপসী দেবনাথ, হরিমোহন রায়। ফাঁসিদেওয়া ২নং থেকে মুখতার আলম, কৃষ্ণা সিং ও গগন সইবো ও তাদের সহযোগীদের মিলিয়ে প্রায় ৩০-৩৫জন রয়েছে এই তালিকায় বলে জানান সভাপতি। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে পাপিয়া ঘোষ ছাড়াও উপস্থিত ছিল গৌতম দেব, অলোক চক্রবর্তী, বেদব্রত দত্ত, মদন ভট্টাচার্য্য।

নদীর ভাঙ্গনের ফলে সমস্যায় নদীর তীরে বসবাসকারী সাধারণ মানুষ

দেবাশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: তুফানগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের সন্তোষপুর এলাকায় গদাধর নদীর ভাঙ্গনের ফলে সমস্যায় পড়েছে গদাধর নদীর তীরে বসবাসকারী সাধারণ মানুষ। প্রতিনিয়ত নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে বিঘার পর বিঘা চাষের জমি। বর্তমানে নদীগর্ভে যেতে বসেছে তুফানগঞ্জ দিনহাটা রাজ্য সড়ক। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ নদী ভাঙ্গনের বিষয়ে বহুবার প্রশাসনের কাছে বাঁধ নির্মাণের দাবি জানানো হয়েছে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে নদীর বাঁধ নির্মাণের জন্য বহুবার মাপজোক করা হলেও নদীর বাঁধ নির্মাণ হয়নি। বিগত কয়েক দিনের ভারী বৃষ্টিতে ফের ভাঙ্গন শুরু হয়েছে সন্তোষপুর এলাকা। ইতিমধ্যে বহু চাষের জমি নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। বর্তমানে নদী থেকে রাজ্য সড়কের দূরত্ব মাত্র কয়েক ফুট। একই রকম ভাবে ভাঙ্গন চলতে থাকলে কয়েকদিনের মধ্যে নদীগর্ভে তলিয়ে যাবে তুফানগঞ্জ দিনহাটা রাজ্য সড়ক। তাই দ্রুত সন্তোষপুর এলাকায় গদাধর নদীর বাঁধ নির্মাণের দাবি জানাচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দারা।

রাজ আমলের ঐতিহ্যকে যে বজায় রেখেছেন বর্তমানে তার অস্তিত্বই বিপন্ন

কোচবিহার: বংশ পরম্পরায় কোচবিহারের রাজ আমলের মদনমোহন মন্দিরের রাসচক্র তৈরি করে আসছেন কোচবিহার হরিণচড়া নেতাজি স্কয়ার এলাকার বাসিন্দা আলতাফ মিয়া। কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরের এই রাস চক্র অত্যন্ত ঐতিহ্যবাহী। ধর্মনিরপেক্ষতার নজির এই রাস চক্র। বর্তমানে এই রাস চক্র তৈরীর কারিগর আলতাফ মিয়া।

প্রতিবছর রাস উৎসবে সকলের নজরে থাকেন আলতাফ মিয়া। কিন্তু সারা বছর আলতাফ মিয়ার খোঁজ নেওয়ার যেন কেউ নেই। সরকারিভাবে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড এর পক্ষ থেকে আলতাফ মিয়া কে অস্থায়ী কর্মী হিসাবে নিয়োগ করলেও সেই টাকায় চলে না তার সংসার। গত পাঁচ মাস যাবত অসুস্থ থাকায় বর্তমানে প্রায় শয্যাশায়ী আলতাফ মিয়া। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনরকম সুযোগ-সুবিধা পায়নি আলতাফ মিয়া। রাজ আমলের ঐতিহ্যকে যে বজায় রেখেছেন বর্তমানে যেন তার অস্তিত্বই বিপন্ন। তাই বর্তমানে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং সহৃদয় ব্যক্তি দের সহযোগিতায় দিন চলছে আলতাফ মিয়ার।

বৃষ্টির জেরে জারি হলুদ সতর্কতা

জলপাইগুড়ি: পাহাড় ও সমতলে বৃষ্টির জেরে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন নদীতে জলস্তর বাড়তে শুরু করেছে। এই কারণেই সেচ দফতরের পক্ষ থেকে জলঢাকা ও তিস্তার অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সতর্কতা কার্যকর করা হয়েছে। জানা গেছে, আলিপুরদুয়ার জেলার আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটায় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ডাইভারশনের উপর দিয়ে তোর্সার জল যাওয়া শুরু করেছে। ফলে এই রুটে প্রশাসনের তরফে আলিপুরদুয়ার ও ফালাকাটার মধ্যে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলার দোমোহনী থেকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত তিস্তার অসংরক্ষিত এলাকায় এবং ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন জলঢাকা নদীর অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সতর্কতা জারি রয়েছে।

হাতের কাজকে পেশা বানিয়েছে এক হস্তশিল্পী

মালদা: একসময় ছিল নেশা, কিন্তু এখন এই হস্তশিল্পের কাজই হয়ে গেছে প্রধান পেশা। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে গাজোল ব্লকের বান্ধাইল গ্রামের বাসিন্দা নিখিল হরিজন বাঁশ এবং বেত দিয়ে নানান ধরনের হস্তশিল্পের কাজ করে রুজি-রোজগার করছেন। তবে এই হস্তশিল্প কাজের ক্ষেত্রে সরকার এবং প্রশাসন যাতে সহযোগিতা করে সেই আবেদনও জানিয়েছেন গাজলের ওই হস্তশিল্পী নিখিল হরিজন। উল্লেখ্য, মরশুম অনুযায়ী কখনো হাতপাখা, কখন কুলো, আবার কখনো ফুলদানি তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে থাকেন। পাইকারদের কাছ থেকে বাঁশ কেনার পর বিভিন্ন কারুকার্যের মাধ্যমে বেত এবং কঞ্চি তৈরি করেন। সেখান থেকেই নানাভাবে বিভিন্ন ধরনের ঘরোয়া সামগ্রী তৈরি করেন ওই হস্তশিল্পী নিখিল হরিজন।

একা হাতে কাজ করে দিনে অন্তত ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা রোজগার হয়। আবার কোথায় মেলা হলে সেখানেও বাঁশ এবং বেতের তৈরি ঘরোয়া উপকরণ বিক্রি করে রোজগার করেন ওই হস্তশিল্পী। গাজোলের হস্তশিল্পী নিখিল হরিজন বলেন, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা নিয়েই কাজ করে চলেছি। আগে এই কাজ করতাম সখে। কিন্তু এটাই এখন মূলত পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান প্রযুক্তির যুগে বাঁশ এবং বেতের মতো শিল্প হারিয়ে যেতে বসেছে। হাতপাখা, ঘরোয়া ফুলদানি ব্যবহার এখন হয় না বললেই চলে। তবুও এই হস্তশিল্পকে টিকিয়ে রাখতে হবে। তারজন্য নানাভাবে শিবিরের প্রয়োজন রয়েছে। প্রশাসন সহযোগিতা করলে আগামী দিনে এই হস্ত শিল্পের ভবিষ্যৎ টিকে থাকবে।

প্রবল উৎসাহে অনুষ্ঠিত হল নজরুল কবিতা উৎসব

পার্থ নিয়োগী

পশ্চিমবঙ্গ উর্দু অ্যাকাডেমি অনুষ্ঠিত হল নজরুল কবিতা উৎসব ২০২২ শনিবার ও রবিবার ৪ এবং ৫ জুন। আয়োজক ছিল ছায়ানট (কলকাতা), ভারতীয় বিদ্যাভবন এবং ইনফোসিস ফাউন্ডেশন, ব্যাঙ্গালুরু।

বিশেষ সহযোগিতায় আল-আমীন মিশন। বাংলা সহ মোট ১৪টি ভাষায় কাজী নজরুল ইসলাম-এর কবিতা আবৃত্তি পরিবেশন করেন বিভিন্ন সংগঠনের আবৃত্তি শিল্পী ও শিশুশিল্পীরা। সেই সঙ্গে ছিল সেমিনার। সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছায়ানট (কলকাতা)-এর সভাপতি সোমঋতা মল্লিক। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় কাজী নজরুল ইসলামের কনিষ্ঠ পুত্রবধূ শ্রীমতী কল্যাণী কাজীর আশীর্বাণী পাঠের মাধ্যমে। এলাহাবাদ থেকে এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন উর্দু কবি সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়, তাঁর লেখা নজম্ অনুষ্ঠানের শুরুতে পাঠ

করা হয়।

২ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন শৌভিক শাসমল। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুবের কলম পত্রিকার সম্পাদক আহমেদ হাসান ইমরান, বিশিষ্ট কলামিস্ট ও প্রাক্তন সাংসদ মইনুল হাসান, ভারতীয় বিদ্যাভবনের ডিরেক্টর জি.ভি. সুব্রামনিয়ন, ড. শেখ মকবুল ইসলাম (ডি. লিট.), বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ, কলকাতা, আসামের বিশিষ্ট নজরুল গবেষক ড. রেজাউল করিম, বিশিষ্ট নজরুল গবেষক মইনুল হাসান, চন্ডীগড়ের বিশিষ্ট নজরুল গবেষক ড. সঙ্গীতা লাহা চৌধুরী, বিশিষ্ট কবি এবং সাংবাদিক সৈয়দ হাসমত জালাল এবং আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের বিভাগীয় প্রধান দারাক্ষান জরীন। হিন্দী এবং ইংরেজীতে নজরুলের কবিতা আবৃত্তি করেন পুনের বাচিকশিল্পী সুপ্রীতি চক্রবর্তী, তামিলে ড. আর নাক্কিরার, ওড়িয়াতে শ্রেয়া হালদার, মৈথেলীতে সঞ্জীব কুমার তিওয়ারী, উর্দুতে জয়নব খাতুন, সংস্কৃতে সুদেষ্ণা চ্যাটার্জী, অহমিয়ায় ড. কাজী রেজাউল করিম, পাঞ্জাবী, হরিয়ানভি এবং হিমাচলি ভাষায় কবিতা পাঠ করেন চন্ডীগড়ের ড. সঙ্গীতা লাহা চৌধুরী, স্প্যানিশে শুভজিৎ রায়, জাপানী ভাষায় মথুরা দাস এবং এস.কে.জুয়েল হক।

বাংলা ছাড়া অন্যান্য ভাষার মানুষদের কাছে কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টি কর্মকে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই আয়োজন করে ছায়ানট (কলকাতা)। অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকদের একাংশের মতে, কলকাতার বুকে এরকম বহু ভাষায় নজরুলের কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান এই প্রথম। অনুষ্ঠানে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় উদার আকাশ পত্রিকার সম্পাদক ফারুক আহমেদ এবং আল-আমীন মিশনের সহ-সম্পাদক শেখ হাফিজুর রহমানকে। দুদিনের এই অনুষ্ঠান ছিল প্রকৃত অর্থেই নজরুলপ্রেমীদের মিলন মেলা।

কিংবদন্তি সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষ এর শতবর্ষ জন্মজয়ন্তী

পার্থ নিয়োগী

প্রখ্যাত সাংবাদিক-সাহিত্যিক গৌরকিশোর ঘোষের শতবর্ষ জন্ম-জয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে আগামী ২০ জুন রবীন্দ্র সদনে সন্ধ্যা ছ'টায়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখবেন নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর সভাপতি ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গার্ডনার অধ্যাপক সুগত বসু। তিনি 'গৌরকিশোর ঘোষ শতবর্ষ' উপলক্ষে বক্তৃতা দেবেন। এছাড়া সমাজসেবী মেধা পাটকর 'মনুষ্যত্বের সন্ধানে' শীর্ষক বক্তৃতা দেবেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু 'রূপদর্শী গৌরকিশোর 'নামে তাঁর উপর রচিত এক স্মরণগ্রন্থ উদ্বোধন করবেন। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন প্রিয়াঙ্গী লাহিড়ী। পরিশেষে গৌরকিশোরের উপর নির্মিত শৈবাল মিত্র পরিচালিত 'রূপদর্শী' নামে এক তথ্যচিত্র দেখানো হবে।

গৌরকিশোর ঘোষ জন্ম শতবর্ষ উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে সভাপতি ডা. অমিত রায়, সম্পাদক সাহানা নাগ চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক ড. পত্রালী ঘোষ একান্ত অনুরোধ করছেন সবাইকে ওই সভায় উপস্থিত থাকার জন্য।

পুষ্পা সিনেমায় কম্পিউটার গ্রাফিক্সের কাজ করে সুনাম অর্জন মালদার সাগরের

মালদা: শোরগোল ফেলে দেওয়া বলিউডের হিন্দি ছবি পুষ্পা সিনেমায় কম্পিউটার গ্রাফিক্সের কাজ করে ব্যাপক সুনাম অর্জন করলেন মালদার যুবক সাগর পাসওয়ান।

শুধু পুষ্পা সিনেমায় নয়, দক্ষিণ ভারতের আরও বেশকিছু সিনেমায় কম্পিউটার গ্রাফিক্স ভিএফএক্সের কাজ করে সাড়া ফেলে দিয়েছেন। আর যার কারণে মালদার কম্পিউটার টেকনিক্যালে কর্মরত যুবক সাগর পাসওয়ানের এবার হলিউডে ডাক পড়েছে। সাগর এলাকার নাম গর্বিত করায়, তাঁকে ঘিরে এখন রীতিমত উচ্ছ্বাসিত মালদা শহরের অভিজাত সানি পার্ক এলাকার বাসিন্দারা। খুশি তার পরিবারের লোকেরাও।

সম্প্রতি বহু চর্চিত বলিউডের হিন্দি ছবি পুষ্পা সিনেমার

ভিএফএক্সের কাজ করেছেন সাগর পাশওয়ান। এবার হলিউড সিনেমার ভিএফএক্স এর কাজের সুযোগ পেয়েছেন তিনি। মালদা শহরের সানিপার্ক এলাকার বাড়িতে বসেই আপাতত হলিউড সিনেমার ভিএফএক্স এডিটিং-এর কাজ করছেন সাগর পাসওয়ান।

এর আগে বলিউডের একাধিক সিনেমায় ভিএফএক্স এডিটিং এর কাজ করেছেন তিনি। সেই তালিকায় রয়েছে দক্ষিণ ভারতের বহু চর্চিত পুষ্পা সিনেমা। এছাড়াও শর্মা জি নামকিন, ভাঙ্গার রাজু, সানাক সহ একাধিক সিনেমায় ভিজুয়াল এফেক্টের কাজ করেছেন তিনি।বলিউডের একের পর এক সিনেমায় ভাল কাজের সুবাদে হলিউড সিনেমায় কাজের সুযোগ মিলেছে। ইতিমধ্যে সিনেমা এডিটিং - এর কাজ শুরু করেছেন।

প্রয়াত অভিনেতা শুভময় চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা: ফের শোকের ছায়া বাংলা ছবির জগতে। প্রয়াত অভিনেতা শুভময়। কয়েকদিন ধরে ক্যানসারে ভুগছিলেন ছবি ও ধারাবাহিকের জনপ্রিয় অভিনেতা। খাদ্যনালীতে ক্যানসার হয়েছিল তাঁর। গত ১৬ মে থেকে ভর্তি ছিলেন হাসপাতালে। গলায় স্টেইন বসেছিল। তারপর থেকেই তাঁর শারীরিক পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়। অবশেষে তাঁর যুদ্ধ শেষ হল ১৪ জুন সকাল ৮.৩০ মিনিটে। বাংলা ধারাবাহিক, ছবির পাশাপাশি নাটকের মঞ্চে অভিনয় করতে তিনি। গত কান ফিল্ম ফেস্টিভালে শর্ট ফিল্ম বিভাগে সেরার শিরোপা পায় তাঁর অভিনীত ছবি 'হরে কৃষ্ণ'।

বানেশ্বরে মূকাভিনয় ও নাটক কর্মশালা

পার্থ নিয়োগী

ভারত সরকারের সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি, নতুন দিল্লির সহযোগিতায় 'কোচবিহার ছায়ানীড়' আয়োজিত দুদিনব্যাপী মূকাভিনয় এবং নাটকের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল গত ১১ ও ১২ জুন বানেশ্বর হিমায়েত গ্রুপ অফ এডুকেশনে।

দুদিনের এই কর্মশালায় বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ২৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে।এই কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন বিদ্যুৎ পাল, স্নেহাশীষ চৌধুরী এবং বিশ্বজিৎ ভৌমিক । শিবির পরিচালক তথা কোচবিহার ছায়ানীড়ের সম্পাদক স্বাগত পাল জানান ,এই কর্মশালার মাধ্যমে শহরাঞ্চলের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলের ছেলে মেয়েদের নাটক ও মূকাভিনয়ের প্রতি উৎসাহ বাড়বে।

ওয়েব সিরিজ তৈরিতে উত্তরের দিশা কোচবিহার, কাজ হচ্ছে একাধিক প্রোজেক্টে

কোচবিহার: উত্তরবঙ্গকে পৃথক রাজ্য করার দাবিতে এখন উত্তাল বঙ্গ রাজনীতি। সেই রেশ পড়েছে বাংলার ইউটিউবার পরিবারেও। সম্প্রতি ইউটিউবার 'বং গাই'-এর সঙ্গে উত্তরবঙ্গ-দক্ষিণবঙ্গের বিভেদ নিয়ে কোচবিহারের ইউটিউবার মৃণ্ময় দাসের সাক্ষী থেকেছে নেটপাড়া। হইচই পড়ে গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। সেই মৃণ্ময় এবার ওয়েব সিরিজ বানাচ্ছেন কোচবিহারের নতুন প্রজন্মকে নিয়ে। নেট দুনিয়া অবশ্য মৃণ্ময়কে চেনে সিনেবাপ মৃণ্ময় নামে। শুধু মৃণ্ময়ই নয় সুশান্ত বর্মণ, উজ্জ্বল বর্মণরাও ওয়েব সিরিজে দিশা দেখাচ্ছেন কোচবিহারকে।

ওয়েব সিরিজ ধোঁয়াবাড়ির গল্প তিনি নিজেই লিখেছেন। গল্পের প্রেক্ষাপটে নেশায় আক্রান্ত কোচবিহারে যুব সমাজকে তুলে ধরা হয়েছে। পরিচালনা থেকে এডিটিং সব তিনি নিজেই করেছেন। মৃণ্ময় জানান, সিরিজের ৯০ শতাংশ শুটিং হয়েছে

সিনেবাপ মৃণ্ময়

কোচবিহারে। বাকিটা আলিপুরদুয়ার ও কলকাতায়। সিরিজের মুল চরিত্র সিবিআই অফিসার কমলেশের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন মৃন্ময় নিজেই। অপর মূল চরিত্র ঝন্টুর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন দীপঙ্কর বর্মন।প্রধান ভিলেনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন কলকাতার অভিনেতা সুমিত গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি জানান, ওয়েব সিরিজটিতে মোট চারটি এপিসোড রয়েছে। মৃণ্ময়ের কথায়, আমার স্বপ্ন ছিল কোচবিহারে বসে কলকাতা ও বম্বের শিল্পীদের নিয়ে কাজ করব।

মাসখানেক আগে ইউটিউব চ্যানেলে ধোঁয়াবাড়ির চারটি এপিসোড রিলিজ হয়েছে। এর আগেও টোটো কোম্পানি নামে তিনটি এপিসোডের একটি ওয়েব সিরিজ বানিয়েছিলেন তিনি। সেটিও কোচবিহারে তৈরি। চলছে আরও নতুন কাজের পরিকল্পনা।

কোচবিহারের আরএক জনপ্রিয় ইউটিউবার সুশান্ত বর্মণ সোশাল মিডিয়ায় নোংরা সুশান্ত নামেই বেশি জনপ্রিয়। কোচবিহারের তামাক চাষ তামাক ব্যবসাকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়ায় মাফিয়াচক্রকে নিয়ে পাঁচটি এপিসোডের 'রিয়াল বুক তৈরি করেছেন' তিনি। ইতিমধ্যে একটি এপিসোড মুক্তি পেয়েছে। বলাবাহুল্য এই এপিসোডটিও কোচবিহারে তৈরি। এমনকি কলাকুশলীরাও এখানকার। পুরো ওয়েব সিরিজটাই তৈরি হয়েছে রাজবংশী ভাষায়। সুশান্ত বলেন, তামাক মাফিয়াদের দুই গোষ্ঠীর বিরোধ নিয়ে কোচবিহার কেন্দ্রিক একটি গল্প তুলে ধরা হয়েছে।

কোচবিহারের আরএক ইউটিউবার উজ্জ্বল বর্মণও ওয়েব সিরিজ বানিয়েছেন। কমেডি ও রোমান্টিকতার মিশ্রণে তৈরি 'লেভেল রমিও' নামে সিরিজে দুটি এপিসোড রয়েছে। তিনি জানান, পরিচালনা, এডিটিং, স্ক্রিপটিং সবটাই তিনি নিজে করেছেন। এরপর বড় মাপের একটি ওয়েব সিরিজ বানানোর পরিকল্পনা আছে।

চালের আঞ্চলিক ভেরিয়েন্ট সরবরাহ করে আদানি

শিলিগুড়ি: ভারতের বৃহত্তম এবং দ্রুত বর্ধনশীল প্যাকেজড ফুড কোম্পানি আদানি উইলমার লিমিটেড(এডব্লিউএল) 'বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা দিবস উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গে আঞ্চলিক চালের প্রিমিয়াম এসকেইউ লঞ্চ করার কথা ঘোষণা করেছে। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানে এই অত্যাধুনিক চালের সুবিধা সমগ্র পূর্ব অঞ্চলে আঞ্চলিক চালের চাহিদা মেটাবে। উল্লেখ্য, আদানি উইলমার একমাত্র জাতীয় ব্র্যান্ড যা মিনিকেট এবং বাঁশকাঠির মতো আঞ্চলিক ভেরিয়েন্টে চাল সরবরাহ করে।

আদানি উইলমার লিমিটেড আঞ্চলিক(এডব্লিউএল) হল ভেরিয়েন্টে চাল সরবরাহকারী একমাত্র জাতীয় ব্র্যান্ড যা খাদ্য এফএমসিজি বিভাগে কোম্পানির অবস্থানকে শক্তিশালী করে। এডব্লিউএল-এর দৈনিক ব্যবহারের আঞ্চলিক চালের পোর্টফোলিওর মধ্যে রয়েছে ফরচুন প্রিমিয়াম মিনিকেট এবং বাঁশকাঠি। যা ৫ কেজি এবং ১০ কেজির প্যাকে উপলবদ্ধ। এছাড়া প্রিমিয়াম রাইস রেঞ্জের ফরচুনের গোবিন্দ ভোগ চাল আগামী ২-৩ মাসের মধ্যে ১ কেজি, ৫ কেজি এবং ১০ কেজির প্যাকে পাওয়া যাবে। আদানি উইলমারের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর অংশু মল্লিক বলেন, এডব্লিউএল একটি বিশ্বস্ত ব্র্যান্ড যা ভারতের সেরা এবং সমগ্র পূর্ব অঞ্চলের গ্রাহকদের আঞ্চলিক চালের বৈচিত্র্য অফার করে।

ডেটা টেক ল্যাবস 'এআই ফর ইন্ডিয়া' ক্যাম্পেইন চালু করেছে

কলকাতা: ভারতকে বিশ্বব্যাপী ডিজিটাল প্রতিভার কেন্দ্র এবং বিশেষ করে 'এআই ক্যাপিটাল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড' হিসেবে গড়ে তোলার জন্য, ডেটা টেক ল্যাবস ইনকর্পোরেশন "এআই ফর ইন্ডিয়া" প্রচারণা নিয়ে এসেছে। শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান দিল্লিতে ১০০+ এমএনসি, এমএসএমই এবং স্টার্ট-আপস-এর মধ্যে এই প্রচারাভিযানের সূচনা করেন। এটি এডব্লিউএস দ্বারা চালিত এবং শিক্ষা মন্ত্রনালয় এবং এআইসিটিই দ্বারা সমর্থিত যার লক্ষ্য হল ২৫ লাখ ভারতীয় নাগরিককে মূল্যায়ন, প্রশিক্ষণ, অনুশীলন, ইন্টার্নশিপ প্রদান, প্রকল্প বরাদ্দ করা, প্রত্যয়িত করা এবং নিয়োগ করা।

এটিকে ৫টি ইভেন্টে বিভক্ত করা হয়েছে - জাতীয় ভবিষ্যত প্রকৌশল বৃত্তি পরীক্ষা - যার লক্ষ্য ৮ম থেকে ১২তম শ্রেণী পর্যন্ত এআই গ্রহণ করা, স্নাতক/স্নাতকোত্তর ছাত্র এবং ব্যক্তিদের উদীয়মান প্রযুক্তির উপর দক্ষতা অর্জন করা; অল ইন্ডিয়া স্কিল টু স্কেল অ্যাভিনিউ - যে ছাত্ররা মহামারী বছরে পাশ করেছে এবং শিল্পের প্রয়োজনীয়তার তুলনায় দক্ষতার ব্যবধান রয়েছে তাদের জন্য; এআই আইডিয়াথন - এআই, ডেটা, ক্লাউড এবং সহযোগী বিজ্ঞানের সাহায্যে যেকোনো মানবকেন্দ্রিক জাতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য ধারনা তৈরি করতে ছাত্র এবং ব্যক্তিদের উত্সাহিত করা; সর্বভারতীয় ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং কুইজ প্রতিযোগিতা - ডোমেন জুড়ে ডেটার জ্ঞানকে বৈচিত্র্যময় করতে; ক্লাউড, ডেটা এবং এআই প্রার্থীদের জন্য অল ইন্ডিয়া জোবাথন - যারা উপরের উদ্যোগের যে কোনও একটিতে অংশগ্রহণ করে এবং সম্পূর্ণ করে তাদের ভারতের শিল্প থেকে ১,০০,০০০ চাকরির জন্য উপস্থিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে।

এই প্রচারাভিযানটি ১ কোটিরও বেশি শিক্ষার্থীকে নিবন্ধন করতে এবং তাদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ব্লকচেইন, সাইবার নিরাপত্তা, ডেটা বিশ্লেষণ এবং বুদ্ধিমত্তা, এক্সটেন্ডেড রিয়েলিটি, ইলেকট্রনিক্স, এনার্জি সলিউশন, ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার, গ্যামিফিকেশন, গিটহাব, এইচটিএমএল৫, হিউম্যান কম্পিউটার ইন্টারঅ্যাকশন এবং আইওটি-এর ক্ষেত্রে ৩ থেকে ৬ মাসের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য জিওআই-এর এ বি সি ডি ই এ ফ জি এ ই চ আই প্রোগ্রামের একটি অংশ।

ভারতে লঞ্চ হল কিয়া ইন্ডিয়ার ইভি৬

শিলিগুড়ি: ভারতের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল গাড়ি নির্মাতা কিয়া ইন্ডিয়া লঞ্চ করল কিয়া ইভি৬, যার দামের শুরু ৫৯.৯৫ লক্ষ টাকা থেকে। এদেশের বাজারের জন্য আরও ইলেক্ট্রিক ভেহিকেল(ইভি) আনার চেষ্টা করছে কিয়া ইন্ডিয়া, যা ২০২৫ সালে লঞ্চ করা হতে পারে।

কিয়া ইন্ডিয়া'র মূল সংস্থা কিয়া কর্পোরেশন তাদের বিজনেস অপারেশনস চালিয়ে যাওয়ার জন্য আগামী ৫ বছরে প্রায় ২২.২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করবে। এর একটা বড় অংশ ব্যয় করা হবে ভারতে বিক্রয়ের জন্য প্রোডাক্ট তৈরি ও পরিকাঠামো গড়ার জন্য। ইভি৬ গাড়ির জন্য ইতিমধ্যে ৩৫৫টি বুকিং সম্পন্ন হয়েছে, যা ২০২২ সালের টার্গেট থেকে ৩.৫ গুণ বেশি। বিশ্ববাজারের ক্ষেত্রে কিয়ার লক্ষ্য হল ২০২৭ সালের মধ্যে অগ্রণী ইভি নির্মাতা হয়ে ওঠা এবং বিইভি লাইন-আপে ১৪টি মডেল যোগ করা।

ভারতে কিয়া ইভি৬ পাওয়া যাবে দুইটি ভেরিয়েন্টে – জিটি-লাইন ও জিটি-লাইন এডব্লুডি। ইভি৬ পাওয়া যাবে পাঁচটি কলারে – মুনস্কেপ, স্নো-হোয়াইট পার্ল, রানওয়ে রেড, অরোরা ব্ল্যাক পার্ল ও ইয়ট ব্লু। ১২টি শহরের ১৫টি নির্বাচিত ডিলারশিপ থেকে চার্জিং ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সুবিধা-সহ কিয়া ইভি৬ পাওয়া যাবে। এই গাড়ির দাম এরকম: কিয়া ইভি৬ জিটি লাইন – ৫৯.৯৫ লক্ষ টাকা ও কিয়া জিটি লাইন এডব্লুডি – ৬৪.৯৫ লক্ষ টাকা।

নাইকা স্কিনআরএক্স ১০% ভিটামিন সি সিরাম

শিলিগুড়ি: নাইকা স্কিনআরএক্স-এর ভিটামিন সি রেঞ্জের ৫% নিয়াসাইনামাইডের সাথে ১০% ভিটামিন সি সিরাম স্কিনকে পুনরুজ্জীবিত ও উজ্জ্বল করে। এটি একটি পাওয়ার-প্যাকড, অল-ইন-ওয়ান সলিউশন যা হাইড্রেটেড গ্লোইং স্কিন প্রদানের জন্য ক্লিনিক্যালি পরীক্ষা এবং প্রণয়ন করা হয়।

এই নতুন সিরামটি হল একটি বিজ্ঞান-সমর্থিত সলিউশন যা ১% হায়ালুরোনিক অ্যাসিড + ০.৫% ফেরুলিক অ্যাসিড সহ ১০% ভিটামিন সি দিয়ে তৈরি। এটি ৩-ও ইথাইল অ্যাসকরবিক অ্যাসিড এবং নিয়াসাইনামাইডের মতো ক্লিনিকাল অ্যাক্টিভের একটি উন্নত প্রণয়ন যা ডারমাটোলজিসটদের দ্বারা সুপারিশকৃত। ৩-ও ইথাইল অ্যাসকরবিক অ্যাসিড হল বিশুদ্ধ ভিটামিন সি-এর একটি রূপ, এটি ত্বকের সমস্যা সমাধানে অত্যন্ত কার্যকরী। জল-ভিত্তিক, নন-স্টিকি কম্পোজিশন এটিকে খুব হালকা এবং দ্রুত শোকাতে সাহায্য করে। ভালো ফলাফল পেতে সানস্ক্রিনের সাথে ভিটামিন সি সিরামটি ব্যবহার করা উচিত।

৫-ইন-১ পাওয়ার সিরামে রয়েছে ১০% ভিটামিন সি যা ফটো ড্যামেজ সংশোধন করে এবং কোলাজেন উৎপাদন বাড়িয়ে গ্লোইং স্কিন প্রদানে সাহায্য করে; ৫% নিয়াসাইনামাইড যা অয়েল নিয়ন্ত্রণ করে, ইউভি-প্ররোচিত পিগমেন্টেশন প্রতিরোধ করে, দাগ কমায় এবং এমনকি ইভেন স্কিন টোনকে ঠিক করে; ০.২৫% ফেরুলিক অ্যাসিড যা ফ্রি র্যা ডিক্যালের বিরুদ্ধে লড়াই করে, ভিটামিন সি-এর কার্যকারিতা বাড়ায় এবং বার্ধক্যের লক্ষণ কমায়; হায়ালুরোনিক অ্যাসিড যা চারপাশ থেকে আর্দ্রতা টেনে আনে এবং ত্বকে আটকে দেয়, মোটা এবং কোমল ত্বক প্রকাশ করতে সূক্ষ্ম রেখাগুলিকে মসৃণ করে; সিকা এক্সট্র্যাক্ট, একটি অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি ঔষধি ভেষজ যা সংবেদনশীল ত্বককে প্রশমিত করে, বার্ধক্যজনিত লক্ষণগুলির সাথে লড়াই করে, জ্বালা প্রশমিত করে এবং লালভাব কমায়। এটি নাইকা ওয়েবসাইট/অ্যাপের পাশাপাশি সারা ভারত জুড়ে ইন-স্টোরে পাওয়া যাবে এবং ৩০ মিলি-র জন্য এর দাম ৬৯৯ টাকা।

ভক্সওয়াগেন ইন্ডিয়ার অল-নিউ ভর্টুস-এর এক্সক্লুসিভ প্রিভিউ

কলকাতা: গ্রাহক এক্সপেরিয়েন্সের জন্য তৈরি সম্পূর্ণ নতুন ভর্টুস, ভক্সওয়াগেন প্যাসেঞ্জার কারস ইন্ডিয়া, কলকাতায় তার শোরুমে আকর্ষণীয়, জার্মান-ইঞ্জিনিয়ার্ড যুক্ত, নতুন গ্লোবাল সেডানের এক্সক্লুসিভ প্রিভিউ-এর আয়োজন করেছে। ভর্টুস হল ইন্ডিয়া ২.০ প্রোজেক্টের অধীনে ব্র্যান্ডের দ্বিতীয় প্রোডাক্ট যা ভারতীয় বাজারে ৯ জুন ২০২২-এ লঞ্চ হতে চলেছে।

দ্য নিউ ভর্টুস ভক্সওয়াগেনের নতুন সেডান MQB A0 IN প্ল্যাটফর্মে ৯৫% পর্যন্ত লোকালাইজেশন লেভেল সহ তৈরি করা হয়েছে। প্ল্যাটফর্মের নমনীয়তা নতুন সেডানটিকে প্রশস্ত কেবিন এবং বুট স্পেস (৫২১ লিটার) সহ সেগমেন্টের (৪,৫৬১মিমি) দীর্ঘতম গাড়ি হতে সক্ষম করেছে। আকর্ষণীয় এক্সটেরিয়র এবং প্রিমিয়াম ইন্টেরিয়রের সাথে, ভর্টুস প্রযুক্তি, বিনোদন এবং সংযোগের ফিচারগুলি, যেমন ২০.৩২ সেমি ডিজিটাল ককপিট, ২৫.৬৫ সেমি বড় টাচস্ক্রিন ইনফোটেইনমেন্ট সিস্টেমের সাথে ওয়্যারলেস অ্যাপ কানেক্ট এর মাধ্যমে অ্যাপ কার প্লে টিএম এবং অ্যানড্রয়েড AutoTM, KESSY দিয়ে সজ্জিত। এই ঘোষণার বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে, ভক্সওয়াগেন প্যাসেঞ্জার কারস ইন্ডিয়ার ব্র্যান্ড ডিরেক্টর মিঃ আশিস গুপ্তা জানিয়েছেন, "ভক্সওয়াগেনের ব্যাপারে আমরা সকলেই আত্মবিশ্বাসী যে আমাদের সাম্প্রতিক প্রোডাক্ট অফারটি একটি ইতিবাচক সাড়া পাবে এবং ভারতে প্রিমিয়াম মিডসাইজ সেডান সেগমেন্টকে পুনরুজ্জীবিত করবে। আমাদের গ্রাহকদের 'হ্যালো গুজবাম্পস' বলার সময় এসেছে।"

বাজারে এলো 'দেশ কা স্মার্টফোন' - রেডমি ১০ সিরিজ

স্টাফ রিপোর্টার: দুর্গাপুর, বর্ধমান ও শিলিগুড়িতে লঞ্চ হল 'দেশ কা স্মার্টফোন' - রেডমি ১০ সিরিজ। দুর্গাপুরে মামরাবাজারের এমআই স্টোরের কর্ণধার সৌমিক সাহার উপস্থিতিতে ফোনটি লঞ্চ করেন মামরাবাজারের সম্পাদক সরোজিৎ হালদার। বর্ধমানে স্টেশন রোডের এমআই স্টোরে ফোনটি লঞ্চ করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী সৎপাল সিং সালুজা। শিলিগুড়িতে প্রখ্যাত নৃত্যশিক্ষিকা প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী রেডমি ১০ সিরিজটি লঞ্চ করেন শিলিগুড়ির এমআই স্টোরে। এই ফোনটির দাম শুরু হয়েছে মাত্র ৮৭৯৯ টাকা থেকে।

নতুন রেডমি ১০এ সিরিজের ফোনে রয়েছে অক্টাকোর হেলিও জি২০ প্রসেসর, ১জিবি পর্যন্ত র‍্যাম বুস্টার, ১৬.৫৩সেমি ডিসপ্লে, ৫০০০ এমএএইচ ব্যাটারি, ১৩এমপি রিয়ার ও ৫এমপি ফ্রন্ট ক্যামেরা ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর। রেডমি ১০এ ফোনে রয়েছে ৪জিবি র‍্যাম, যা র‍্যাম বুস্টারের মাধ্যমে ৫জিবি পর্যন্ত বাড়িয়ে নেওয়া যায়। ফোনটি পাওয়া যাবে তিনটি কলারে – সী ব্লু, স্লেট গ্রে ও চারকোল ব্ল্যাক। অ্যান্ড্রয়েড ১১ ভিত্তিক এমআইইউআই ১২.৫ থাকায় ফোনটি থেকে 'পারফেক্ট অ্যান্ড্রয়েড এক্সপিরিয়েন্স' পাওয়া যাবে।

টিউনকোর আনলিমিটেড রিলিজ মূল্যের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে

কলকাতা: টিউনকোর, স্ব-প্রকাশকারী শিল্পীদের জন্য শীর্ষস্থানীয় স্বাধীন ডিজিটাল সঙ্গীত ডিসট্রিবিউটার পরিবেশক, ১৬ বছর আগে ব্যবসা প্রতিষ্ঠার পর থেকে কোম্পানির সবচেয়ে বড় পরিবর্তন ঘোষণা করেছে–তার নতুন আনলিমিটেড রিলিজ মূল্য পরিকল্পনা। টিউনকোরের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার অ্যান্ড্রিয়া গ্লিসন এই ঘোষণাটি করেছেন।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে, টিউনকোর, গ্লোবাল ডিজিটাল মিউজিক কোম্পানি বিলিভ এর একটি বিভাগ, বাজারে প্রথম ফ্ল্যাট ফি, পে-পার-রিলিজ ডিস্ট্রিবিউশন মডেল প্রবর্তন করে নিজে-রিলিজ করা শিল্পীদের জন্য সঙ্গীত ডিস্ট্রিবিউশন অ্যাক্সেসকে সহজ করেছে। টিউনকোর-এর বিনামূল্যের পরিকল্পনার জন্য, শিল্পীরা তাদের সঙ্গীত সরাসরি ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব এবং টিক টক-এর মতো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মিউজিক লাইব্রেরিতে পেতে সক্ষম হয় এবং তৎক্ষণাৎ অর্থ উপার্জন করা শুরু করে, কারণ তারা সরাসরি ভক্তদের কাছে সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা ভিড়ের উৎস সৃষ্টি করে। বিবেক রায়না, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, বিলিভ ইন্ডিয়া যোগ করেন, "আমাদের লক্ষ্য সমস্ত শিল্পীকে তাদের কর্মজীবনের সকল পর্যায়ে সমর্থন করা এবং নতুন আনলিমিটেড প্রাইসিং মডেল এর সাথে, এটি আমাদের স্থানীয় স্তরে আমাদের মিশনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম করে, সম্ভাব্য সর্বোত্তম উপায়ে এবং তাদের স্বাধীনভাবে তাদের ক্যারিয়ার বাড়াতে সহায়তা করে।" টিউনকোর-এর নতুন আনলিমিটেড প্রোগ্রাম সমস্ত শিল্পী এর অনন্য চাহিদা মেটাতে বিকল্প এবং পছন্দ দেওয়ার জন্য চারটি পরিকল্পনা রয়েছে এবং সেগুলি হল দ্য নিউ আর্টিস্ট প্ল্যান, দ্য রাইজিং আর্টিস্ট প্ল্যান, ব্রেকআউট আর্টিস্ট প্ল্যান, দ্য প্রোফেসনাল প্ল্যান।

সোনি নতুন ব্রাভিয়া এক্সআর এক্স৯০কে সিরিজ ঘোষণা করেছে

কলকাতা: সোনি ইন্ডিয়া ঘোষণা করেছে নতুন ব্রাভিয়া এক্সআর এক্স৯০কে সিরিজের নেক্সট জেন কগনিটিভ প্রসেসর এক্সআর দ্বারা চালিত। জ্ঞানীয় বুদ্ধিমত্তা দ্বারা চালিত এই কগনিটিভ প্রসেসর এক্সআর। ব্রাভিয়া এক্স৯০কে সিরিজ ১৮৯ সেমি, ১৬৫ সেমি এবং ১৪০ সেমি-তে উপলব্ধ। এতে এলইডি-এর একাধিক জোন রয়েছে যা স্বাধীনভাবে আলোকিত হয়, সামঞ্জস্য এবং বৈসাদৃশ্য তৈরি করার অনুমতি দেয়। এটি ফুল অ্যারে এলইডি প্যানেলের সাথে মিলিত হয়ে ছবির গুণমান তৈরি করে।

এটিতে সর্বোচ্চ মানের পিওর স্ট্রিম। ৮০এমবিপিএস সহ আইম্যাক্স উন্নত চলচ্চিত্র, অ্যাকোস্টিক মাল্টি অডিও সহ এক্সআর সাউন্ড পজিশনিং এবং 3D সার্‌উন্ড আপস্কেলিং সহ এক্সআর সার্‌াউন্ড, অ্যাম্বিয়েন্ট অপ্টিমাইজেশান, লাইট সেন্সর, অ্যাকোস্টিক অটো ক্যালিব্রেশন প্রযুক্তি, এলইডি এক্সআর মোশন ক্ল্যারিটি প্রযুক্তি, এক্সআর ৪কে আপ প্রযুক্তি, স্পন্দনশীল রঙের জন্য এক্সআর কন্ট্রাস্ট বুস্টার এবং গভীর কালো এবং তীব্র উজ্জ্বলতার সাথে সর্বোচ্চ বাস্তববাদের জন্য অত্যাশ্চর্য বৈসাদৃশ্য, অনন্য নতুন এলইডি কাঠামো এবং এক্সআর ট্রিলুমিনোস প্রো সহ সম্পূর্ণ অ্যারে এলইডি প্যানেল ইত্যাদির মত বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটি ৪কে ১২০এফপিএস, পরিবর্তনশীল রিফ্রেশ রেট, অটো লো লেটেন্সি মোড এবং ই-আর্ক সহ এইচডিএমআই ২.১ কমপ্যাটেবিলিটির সাথে লোড করা হয়েছে। এইচডিএমআই ২.১-এর উচ্চতর গতি রয়েছে এবং ৪কে ১২০হার্টজ, ভিআরআর এবং এএলএলএম-এর মতো বৈশিষ্ট্য যুক্ত করা হয়েছে। এটি ৬ই জুন, ২০২২ থেকে ভারতের সমস্ত সোনি সেন্টার, প্রধান ইলেকট্রনিক স্টোর এবং ই-কমার্স পোর্টাল জুড়ে পাওয়া যাবে।

বাজাজ ফাইন্যান্স জনসচেতনতা মূলক উদ্যোগ চালু করেছে

কলকাতা: বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড তার জনসচেতনতামূলক উদ্যোগ 'হার টাইম ইএমআই অন টাইম' চালু করেছে, একটি ডিজিটাল প্রচারাভিযান যার লক্ষ্য জনসাধারণকে তাদের মাসিক ঋণের ইএমআই সময়মতো পরিশোধ করার সুবিধা এবং তাদের ঋণ পরিশোধ না করার নেতিবাচক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে শিক্ষিত করা। প্রচারে 'সাবধান রহে নিরাপদ রহে'-এর প্রিয় গুপ্তা জি-কে দেখানো হয়েছে যিনি একটি বিনোদনমূলক এবং সুরেলা স্টাইলে টিঙ্কু জিকে তার মাসিক ইএমআই সময়মতো পরিশোধ করার সহজ উপায় শেখাচ্ছেন। গ্রাহক এবং সাধারণ জনগণকে কিস্তি পরিশোধ না করা বা বিলম্বে পরিশোধের বিভিন্ন পরিণতি সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে এবং ক্রেডিট স্কোর বাড়ানোর জন্য সময়মতো পরিশোধের প্রয়োজনীয়তার দিকে আরও মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে।

এটি সময়মত ইএমআই পেমেন্টের সুবিধা, দেরিতে ইএমআই পেমেন্টের পরিণতি, ভবিষ্যতে ধার নেওয়ার জন্য তাদের ক্রেডিট স্কোর ঠিক রাখার উপায় এবং মূল আর্থিক পরিভাষাগুলির সরলীকৃত অর্থের মতো গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলিকে হাইলাইট করেছে। সবসময় সময়মতো ইএমআই পেমেন্ট করার কারণ হল একটি স্বাস্থ্যকর ক্রেডিট স্কোরের গুরুত্ব, ঋণগ্রহীতার ক্রেডিট স্বাস্থ্যের যথাযথ যত্ন নেওয়ার জন্য ধারাবাহিক প্রচেষ্টা এবং সুশৃঙ্খল আর্থিক অভ্যাস প্রয়োজন; একটি অবিচলিত পরিশোধের ইতিহাস বজায় রাখুন, বিলম্বিত অর্থপ্রদান আপনার সিবিল রিপোর্টে উল্লেখ করা হবে এবং ঋণগ্রহীতার সিবিল স্কোর কমিয়ে দিতে পারে; লেট পেনাল্টি এড়ান; সময়মত অর্থ প্রদানের মাধ্যমে ঋণদাতার আস্থা বজায় রাখা যা প্রায় সমস্ত আর্থিক অন্তর্দৃষ্টির উপলব্ধ বিভিন্ন ডিজিটাল মোডের মাধ্যমে করা যেতে পারে। ক্যাম্পেইনটি ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে আর্থিক সাক্ষরতা সপ্তাহ পালনের সময় চালু করা তার আসল শিক্ষামূলক সিরিজ, 'এবিসি অফ ইএমআই'-এর একটি এক্সটেনশন। এটি ওয়েবসাইট, সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম, গ্রাহক পোর্টাল, আইভিআর, অ্যাপ এবং অন্যান্য মিডিয়া ইনফোটেইনমেন্ট চ্যানেল জুড়ে দেখা যাবে।

সোনির নতুন ওয়াইড-অ্যাঙ্গেল ই-মাউন্ট এপিএস-সি লেন্স

কলকাতা: সোনি তার লেন্স লাইন আপকে আরও প্রসারিত করেছে, পাওয়ার জুম জি লেন্স E PZ 10-20mm F4 G (মডেল SELP1020G), বহুমুখী G লেন্স E 15mm প্রবর্তনের মাধ্যমে মোট ই-মাউন্ট লেন্সের সংখ্যা ৭০ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে F1.4 G (মডেল SEL15F14G), সেইসাথে আল্ট্রা-ওয়াইড প্রাইম E 11mm F1.8 (মডেল SEL11F18) প্রবর্তন করা হচ্ছে।

প্রথম নতুন লেন্স, E PZ 10-20mm F4 G হল বিশ্বের সবচেয়ে ছোট এবং হালকা, আল্ট্রা-ওয়াইড অ্যাঙ্গেল কনস্ট্যান্ট F4 APS-C পাওয়ার-জুম লেন্স। অসামান্য জি লেন্সের চিত্র, অনবদ্য অটোফোকাস পারফরম্যান্স এবং বহুমুখী পাওয়ার-জুম একটি কমপ্যাক্ট জুম লেন্সে একত্রিত হয় যা চলচ্চিত্রের পাশাপাশি স্থিরচিত্রগুলির জন্য পরিমার্জিত ভিজ্যুয়াল এক্সপ্রেশন এবং অপারেবিলিটি প্রদান করে। E 15mm F1.4 G বিশাল সৃজনশীল সম্ভাবনা সহ বহুমুখী APS-C লেন্সে সুন্দর F1.4 বোকেহ প্লাস দুর্দান্ত G লেন্স রেজোলিউশন নিয়ে আসে। এই কমপ্যাক্ট এবং লাইটওয়েট প্রাইম লেন্স ডায়নামিক ইমেজ, চমৎকার এএফ এবং কন্ট্রোল প্রদান করে। বড় অ্যাপারচার, আল্ট্রা-ওয়াইড এপিএস-সি প্রাইম, E 11mm F1.8 অসামান্য কর্নার-টু-কোনার রেজোলিউশন, চমত্কার বোকেহ এবং নাটকীয় অভিব্যক্তি এবং অত্যাশ্চর্য সেলফির জন্য দ্রুত, নির্ভরযোগ্য এএফ প্রদান করে।

E PZ 10-20mm F4 G, E 11mm F1.8, এবং E 15mm F1.4 G ভারতের সমস্ত সোনি সেন্টার, আলফা ফ্ল্যাগশিপ স্টোর, সোনি পোর্টাল, অন্যান্য ইকমার্স ওয়েবসাইট (অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট) এবং প্রধান ইলেকট্রনিক স্টোরগুলিতে ২রা জুন ২০২২ থেকে যথাক্রমে ৭০,৯৯০/-, ৪৯,৯৯০/- এবং ৭০,৯৯০/- টাকা মূল্যে পাওয়া যাবে।

দার্জিলিংয়ে বডি শপের প্রথম স্টোর

দার্জিলিং: প্রসাধন সামগ্রীর আইকনিক বিশ্বব্যাপী রিটেল বিক্রেতা দ্য বডি শপ দার্জিলিংয়ে প্রবেশ করতে প্রস্তুত। বডি শপ ২২শে মে ২০২২-এ দার্জিলিং-এ তার প্রথম স্টোর খুলেছিল। এই আউটলেটটি স্কিন কেয়ার, বাথ এবং বডি, মেক আপ, হেয়ার, সুগন্ধি এবং উপহারের জন্য প্রোডাক্টের বিস্তৃত পরিসর অফার করে। স্টোরটি স্কিনকেয়ার পরামর্শ এবং মেক-আপ অ্যাপ্লিকেশনের মতো বিশেষজ্ঞ পরিষেবাও অফার করে।

এছাড়াও গ্রাহকরা নামমাত্র ফি দিয়ে দ্য বডি শপ কাস্টমার লয়্যালটি প্রোগ্রাম "লাভ ইওর বডি"-এ নথিভুক্ত করতে পারেন এবং তারা সদস্যদের সুবিধা, সারা বছর ডিসকাউন্ট, সদস্যদের বিশেষ অফার, সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্র্যান্ড ইভেন্টে ভিআইপি অ্যাক্সেস এবং অন্যান্য অনেক সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন। ভারতে ৬০টি শহরে বডি শপের ২০০টিরও বেশি স্টোর রয়েছে যার মধ্যে রয়েছে স্বতন্ত্র, শপ-ইন-শপ মল যা শপিং সেন্টার, ডিপার্টমেন্ট স্টোর এবং বিমানবন্দরে উপলব্ধ।

দ্য বডি শপ ইন্ডিয়ার অপারেশনস, ভিএম এবং কাস্টমার কেয়ারের জেনারেল ম্যানেজার মিঃ বিশাল চতুর্বেদী বলেছেন, "২০০৬ সালে ভারতে বডি শপ শুরু হওয়ার পর থেকে, আমরা ডেম অনিতা রডিকের চিন্তাভাবনা, আদর্শ এবং নৈতিক প্রতিশ্রুতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছি।"

কলকাতায় এইচসিএল গ্রান্ট সিম্পোসিয়াম ২০২২ এডিশন VIII

কলকাতা: এইচসিএল ফাউন্ডেশন কলকাতায় এইচসিএল গ্রান্ট প্যান ইন্ডিয়া সিম্পোসিয়াম ২০২২ এডিশন VIII আয়োজন করেছে যাতে স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধি এবং সুশীল সমাজের বিশেষজ্ঞদের সাথে 'আদিবাসী উপজাতিদের সাথে কাজ করা এবং জাতি গঠনের মূলধারার বর্ণনায় তাদের অন্তর্ভুক্তি' বিষয়ে একটি প্যানেল আলোচনা রয়েছে। এইচসিএল গ্রান্ট সিম্পোসিয়াম সিরিজ 'সিএসআর ফর নেশন বিল্ডিং' আমাদের টেকসই জাতি-গঠনের জন্য নিযুক্ত, সহ-শিক্ষা এবং সহ-সৃষ্টি করতে সক্ষম করে।

এতে সিএসআরবক্স এবং এনজিওবক্সের সিইও এবং প্রতিষ্ঠাতা মিঃ ভোমিক শাহের সিএসআর আইন এবং নতুন সংশোধনের উপর একটি কর্মশালাও ছিল। এইচসিএলএফ এনজিওগুলোর কাছে সিএসআর ম্যান্ডেট, স্থানীয় এলাকার উন্নয়নে চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগ, প্রস্তাবনা লেখা এবং প্রকল্প পরিচালনার বিষয়ে পৌঁছেছে। এটি এইচসিএল ফাউন্ডেশনের একটি উদ্যোগ যা এনজিও, সরকার, কর্পোরেট এবং নীতিনির্ধারকদের আঞ্চলিক এবং সিএসআর সম্পর্কে একটি সেক্টরাল বোঝাপড়ার বিকাশের জন্য একত্রিত করে। ৫৬টি সিম্পোসিয়ামের মধ্যে ২২টি সিম্পোসিয়াম এবং ৩৪টি ব্যক্তিগতভাবে পরিচালিত হয়েছিল এবং ১১,০০০+ অংশগ্রহণকারীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন।

রয়্যাল কমনওয়েলথ সোসাইটি ফর দ্য ব্লাইন্ড রাজস্থান, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা প্রকল্পের জন্য ২০১৯ সালে এইচসিএল গ্রান্ট বিজয়ী ছিলেন। সংস্করণ VII পর্যন্ত এইচসিএল গ্রান্টের মাধ্যমে ৯৫.৭৫ কোটি টাকা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে, যেখানে ৫২ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই স্থাপন করা হয়েছে। ৪১টি এনজিও অংশীদারদের মধ্যে ১৮টি প্রত্যেকে ৫ কোটি টাকা এবং ২৩ জন তাদের নিজ নিজ প্রকল্পের জন্য ২৫ লাখ টাকা জিতেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশে অনুদান দেওয়া হবে প্রতিটি বিভাগে তিন বছরের প্রকল্পের জন্য ৫ কোটি টাকা। অন্য ফাইনালিস্টদের এক বছরের প্রকল্পের জন্য ২৫ লাখ টাকা পুরস্কৃত করা হচ্ছে। অষ্টম সংস্করণের জন্য মোট তহবিল ১৬.৫ কোটি টাকা।

স্থগিত প্রথম ডিভিশন

আবহাওয়া দপ্তরের তরফে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করায় ১৬ জুন থেকে প্রথম ডিভিশন ফুটবল লিগ ২১ জুন পর্যন্ত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ। পরিষদের ফুটবল সচিব সৌরভ ভট্টাচার্য জানান, আবহাওয়া দপ্তরের ভারী বৃষ্টির আগাম সতর্কতার জন্য ২১ জুন পর্যন্ত ফুটবল লিগ স্থগিত থাকবে।

চ্যাম্পিয়ন অভিজিৎ-বিপ্লব

জিটিএস ক্লাবের অনিলকুমার ঘোষ ও শান্তিরানি ঘোষ ট্রফি অকশন ব্রিজে ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন অভিজিৎ দত্ত-বিপ্লব মজুমদার। ১২ জুন ফাইনালে বিকাশ চৌধুরী-রতন সাহাকে তাঁরা হারিয়েছেন। প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান পেয়েছেন তাপস কর-জয়ন্ত মাইতি এবং চতুর্থ স্থানে শেষ করেন বিরাজ দে-সুবোধ অধিকারী।

রানার্স সন্ধ্যা-নিকিতারা

পাটনায় আয়োজিত সিনিয়ার ন্যাশনাল রাগবিতে মহিলা বিভাগে রানার্স হল বাংলা। ফাইনালে বিহারের বিরুদ্ধে বাংলা ৫-১৫ পয়েন্টে হেরে গিয়েছে। এর আগে সেমিফাইনালে বাংলা ওড়িশাকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল। মহিলা দলের অধিনায়ক সন্ধ্যা রাই ও নিকিতা সরস্বতীপুর চা বাগানের খেলোয়াড়। অন্য দিকে এই প্রতিযোগিতায় পুরুষ বিভাগে বাংলা সেমিফাইনালে ১২-২২ পয়েন্টে দিল্লির বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছে।

গলফে প্রথম কার্তিক

১২ জুন অনুষ্ঠিত ডুয়ার্স গলফ ইউনিয়নের নর্থবেঙ্গল টি গার্ডেন ক্যাডিস ওপেন গলফ প্রতিযোগিতায় মেটেলি ব্লকের চুলসা চা বাগানের পোলো ক্লাব মাঠে প্রথম হয়েছেন কার্তিক সরকার। কার্তিকের স্কোর ৭৩। ৭৫ স্কোর করে দ্বিতীয় রাজু সরকার এবং ৭৬ স্কোর নিয়ে তৃতীয় বিক্রম শিকদার।

চ্যাম্পিয়ন মিলন মোড়

শিলিগুড়ির উইনার্স ফুটবল কোচিং সেন্টারের আন্তঃকোচিং সেন্টার ফুটবলে কালীকৃষ্ণ রায়, যতীন সরকার, ননীগোপাল দেব ট্রফিতে অনূর্ধ্ব-১৫ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মিলন মোড় কোচিং সেন্টার। ১২ জুন ফাইনালে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। মিলন মোড় টাইব্রেকারে ২-০ গোলে তরাই মর্নিং ফুটবল ক্লাবকে হারিয়েছে। এনজেপি-র এনএফ আউটডোর স্টেডিয়ামে খেলাটি হয়েছে। ফাইনালের সেরা ছিল মিলন মোড়ের বিবেক থাপা।

নিজের রেকর্ড নিজেই ভাঙলেন নীরজ

টুর্কু: টোকিও অলিম্পিক্সে ৮৭.৫৮ মিটার দূরত্বে জ্যাভলিন ছুড়ে দেশকে সোনা এনে দিয়েছিলেন নীরজ চোকিও অলিম্পিক্সের ঠিক ১০ মাস পর নীরজ ফিরলেন মাঠে। প্রত্যাবর্তনেই গর্জন করল নীরজের বর্শা। আন্তর্জাতিক আঙিনায় নিজের রেকর্ড নিজেই ভাঙলেন তিনি। ফিনল্যান্ডে আয়োজিত পাভো নুরমি গেমসে ৮৯.৩০ মিটার দূরে জ্যাভলিন ছুঁড়লেন নীরজ। তিনি এর আগে ৮৮.০৭ মিটার জ্যাভলিন ছুড়ে জাতীয় রেকর্ড করেছিলেন। গতবছর পাটিয়ালায় এই রেকর্ড করেন তিনি। সেই রেকর্ডই নিজেই ভাঙলেন।

অলিম্পিক্সে সোনা জয়ের পর দেশে তাঁকে নিয়ে টানাটানি পড়েছিল। একাধিক ইভেন্ট থেকে শুরু করে বিজ্ঞাপনে নিরজকে দেখা গিয়েছিল। সেসব থেকে বিরতি নিয়ে নতুন করে অনুশীলন শুরু করেছিলেন তিনি। গত ১৪ জুন থ্রোয়ের নীরজ ঠিক টোকিওর মতো সেলিব্রেট করলেন। দু'হাত দুই পাশে ছড়িয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, তিনি করে দেখিয়েছেন। যদিও ফিনল্যান্ডে নীরজ সোনা জিততে পারেননি অল্পের জন্য। তাঁকে রুপোতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। অলিভার হেল্যান্ডার এই ইভেন্টে প্রথম হয়েছেন, তাঁর ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ৮৯.৯৩ মিটার থ্রো করে। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন গ্রেনাডার অ্যান্ডারসন পিটার্স তৃতীয় হয়েছেন ৮৬.৬০ মিটার ছুঁড়ে। আগামী মাসে নীরজ নামবেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে। নীরজ আগেই জানিয়েছিলেন তাঁর লক্ষ্য ৯০ মিটার।

কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে প্রথম ডিভিশন ফুটবল শুরু

শিলিগুড়ি: মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের রামগোপাল আগরওয়াল, নিতাই বিশ্বাস ও মহেন্দ্রলাল সে ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবল ১২ জুন শুরু হল। এটিই এ বছরের প্রথম ডিভিশনের ফুটবল প্রতিযোগিতা।

এক সাংবাদিক সম্মেলনে মহকুমা ক্রিয়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী কার্যকরী সভাপতি নান্টু পাল ফুটবল সম্পাদক সৌরভ সরকার কোষাধ্যক্ষ সুভাশীষ ঘোষ ও অন্যান্য সদস্যোরা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, কোভিড পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠে আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফেরাতে চাইছেন শিলিগুড়ির ফুটবলকে।

সচিব কুন্তলবাবু জানান এবার সবকটি প্রথম ডিভিশনের খেলা স্টেডিয়ামে হওয়ার পাশাপাশি প্রতি খেলায় সেরা খেলোয়াড়কে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হবে। এর সঙ্গে মহিলা ফুটবলারদের সুযোগ দেওয়ার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

এবছর ডার্বি দিয়ে শুরু হতে পারে ডুরান্ড কাপ

কলকাতা: ১৩ অগাস্ট থেকে শুরু হবে ডুরান্ড কাপ। খেলামহলে উদ্বেগ, ১৬ অগাস্ট হতে পারে ডুরান্ডের ডার্বি ম্যাচ।ভারতীয় সেনাবাহিনী ঐতিহ্যশালী ১৩৪ বছরের টুর্নামেন্ট ডুরান্ড কাপ আগের জনপ্রিয়তা হারিয়েছে। তাই হারানো সেনাবাহিনী ঐতিহ্য ফেরাতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে পাশে দাঁড়িয়েছেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর। এমনকি ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের উপস্থিতিতে ডুরান্ড কাপ নিয়ে তিন প্রধানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আইএফএ কর্তাদের একটি সভা হয়।

ঠিক করা হয়েছে এবছর প্রতিযোগিতায় মোট ২০টি দল অংশ নেবে। তাদের চারটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপে থাকবে পাঁচটি দল। দু'টি গ্রুপের খেলা হবে কলকাতায়। বাকি দু'টি গ্রুপের খেলা ইম্ফল ও গুয়াহাটিতে হওয়ার কথা। ২০টি দলের মধ্যে ১১টি আইএসএলের। আই লিগের পাঁচটি দল খেলবে। চারটি দল সেনা বাহিনীর। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল একই গ্রুপে খেলবে। ১৬ আগস্ট কলকাতা ডার্বি দিয়ে ডুরান্ড কাপের উদ্বোধন হতে পারে। ডুরান্ড শেষ হলে ৬ অক্টোবর থেকে শুরু হবে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ।

বাড়িতে থেকেই আইএসএল-এর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে মনোজ

রাজগঞ্জ: এতদিন নিজের রাজ্যে খেলেছেন। তাই বাংলা আর ভাঙা ইংরেজিতে কোনমতে চালিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আগামী মরশুমে আইএসএল-এ দেখা যাবে মনোজ মহম্মদকে। তাই এখন রাজগঞ্জের বাড়িতে বসে অনুশীলনের পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষার ওপরেও জোর দিচ্ছেন এই তারকা সাইড ব্যাক।

মনোজ জানান, এতদিন ইস্টবঙ্গল, মহামেডেন স্পোর্টিং ক্লাবে খেলেছি। ফলে বাংলা আর মোটামুটি ইংরেজি বলে কাজ চালিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আইসিএল-এ তা সম্ভব নয়। তাই সময় পেলেই ইংরেজি চর্চা করছি। চারুচন্দ্র কলেজে ভর্তি হলেও খেলার চাপে পড়াশোনা চালাতে পারিনি। সেই আক্ষেপ কিছুটা হলেও মিটছে রোজ সন্ধ্যায় ঘণ্টা খানেক ইংরেজি চর্চার মধ্য দিয়ে।

মনোজ রোজ সকালে প্র্যাকটিসের জন্য যাচ্ছেন রাজগঞ্জ ইস্টবঙ্গল অ্যাক্যাডেমি। আর বিকেলে ঘাম ঝড়াচ্ছেন জিমে। তাঁর কথায় রোজ অত্যন্ত একশোটা করে ক্রস মারা অনুশীলন করছি। নিজে খেলার পাশাপাশি এক্যাডেমির ছোটদেরও যতটা পারি শেখাচ্ছি। নিজেকে যতটা সম্ভব ফিট রাখার চেষ্টা করছি। আশাকরি নতুন কোচের সাথে মানিয়ে নিতে অসুবিধা হবেনা।

তবে শুধু নিজের নয় এলাকার ছোটদের উপস্থিতিতেও নজর রয়েছে মনোজের। এরই মধ্যে একজনকে বেঙ্গালুরু এএফসি রিজার্ভ দলের জন্য ট্রায়ালে পাঠানোর ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন তিনি।

জেলা টেবিল টেনিস জয়ী সিদ্ধান্ত ও ঐশ্বর্য

শিলিগুড়ি: বৃহত্তর শিলিগুড়ি জেলা টেবিল টেনিস সংস্থার স্টেজ ওয়ান প্রতিযোগিতায় সিনিয়ার বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন সিদ্ধান্ত শূররায় ও ঐশ্বর্য দেব। পুরুষদের ফাইনালে আকাশ নাথকে সিদ্ধান্ত হারিয়ে বিজয়ের শিরোপা জিতে নেন। মহিলাদের ফাইনালে শতপর্ণী দে'কে হারিয়েছে ঐশ্বর্য। এছাড়াও বিভিন্ন বয়স বিভাগে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সরা- সপ্তর্ষ চক্রবর্তী ও কৌশিক ছেত্রী (অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলে), সায়নিশা চাকী ও সৃজনী বসু (অনূর্ধ্ব-১৯ মেয়ে), শীর্ষ রায় পাটোয়ারি ও অভীক ধর (অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলে), সংগ্রাম সরকার ও অভীক ধর (অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলে), কৌস্তভ চক্রবর্তী ও অভিজ্ঞান দাস (অনূর্ধ্ব-১৩ ছেলে) এবং বিবেষ্ণা সাহা ও ঋত্বিকা সাহা (অনূর্ধ্ব-১১ মেয়ে)।

প্রতিযোগিতাটি আয়োজিত হয়েছিল উত্তরবঙ্গ টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমিতে। সকল বিজয়ীদের পুরস্কার তুলে দেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস সংস্থার কোষাধ্যক্ষ সুব্রত রায়, সহসভাপতি অলোক দেব, জেলা সংস্থার কোষাধ্যক্ষ রানা দে সরকার প্রমুখ।

আইপিএল-এর মিডিয়া মিডিয়া রাইটস বিক্রি তিনগুণ টাকায়

মুম্বাই: বিসিসিআই নিলামের মাধ্যমে ২০২৩ থেকে ২০২৭ পর্যন্ত পাঁচ বছরের জন্য আইপিএলের মিডিয়া রাইটস বিক্রি করল রেকর্ড ৪৮,৩৯০ কোটি টাকায়। ২০২৩ সাল থেকে আইপিএলের ম্যাচ পিছু ব্রডকাস্টাররা বিসিসিআইকে দেবে ১১৮.০২ (টিভি ও ডিজিটাল মিলিয়ে) কোটি টাকা। এর মধ্যে টিভি রাইটস ২৩ হাজার ৫৭৫ কোটি টাকা (ম্যাচ পিছু ৫৭.৪০ কোটি টাকা) এবং ডিজিটাল রাইটস: ২০ হাজার ৫০০ কোটি টাকা (ম্যাচ পিছু ৫০ কোটি টাকা) এর আগে বিসিসিআই ২০১৭ থেকে ২০২২ পর্যন্ত ১৬, ৩৪৭, ৫০ কোটি টাকা স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ককে মিডিয়া রাইটস বিক্রি করেছিল। এবার প্রায় তিনগুণ বেশি লাভ করল বিসিসিআই।

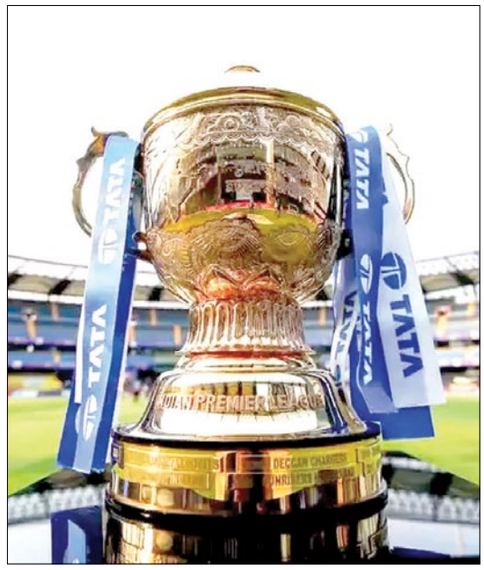

জানা গেছে এই অর্থের অর্ধেক ভাগ করে দেওয়া হবে আটটি পুরনো ফ্র্যাঞ্চাইজি মুম্বই, চেন্নাই, কলকাতা, ব্যাঙ্গালোর, হায়দ্রাবাদ, দিল্লি, পঞ্জাব ও রাজস্থানের মধ্যে। নতুন দু'টি ফ্র্যাঞ্চাইজি গুজরাট ও লখনউকে বাকি আটটি দলের মতো সম পরিমাণ লভ্যাংশ পেতে এখনও বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। বাকি অর্ধেক টাকার (২৪,১৯৫ কোটি) মধ্যে ২৬ শতাংশ ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারদের দেওয়া হবে। ৪ শতাংশ কর্মীদের বেতন বাবদ খরচ করা হবে এবং বাকিটা রাজ্য সংস্থাগুলির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে।

এই বিষয়ে বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে সৌরভ বলেন, "আমরা সার্বিক ভাবে পরিকাঠামোর উন্নতি করব। এটা নিশ্চিত ভাবে বলাই যায়। ফ্যানদের জন্য আরও ভাল অভিজ্ঞতা হবে। অনেক নতুন স্টেডিয়াম আসছে। ভারতের ক্রিকেট পরিকাঠামো বিরাট বড়। আমরা নতুন করে কিছু স্টেডিয়াম বানাচ্ছি। আগামী বছর থেকে একদম নতুন আইপিএল দেখার অভিজ্ঞতা হবে ফ্যানদের। বিগত দুই বছর কোভিড প্রভাব ফেলেছে আইপিএলে। কিন্তু চলতি বছর আমরা এই টুর্নামেন্ট ভাল ভাবে আয়োজন করেছি। কলকাতা ও আহমেদাবাদে ছিল দেখার মতো উন্মাদনা। আইপিএল দারুণ টুর্নামেন্ট। এভাবেই এগিয়ে যাবে। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আইপিএল আগামী বছর থেকে হোম এবং অ্যাওয়ে ভিত্তিতে হবে।"

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96

আসুস-এর জেনবুক এস১৩ পোর্টেবল ল্যাপটপ

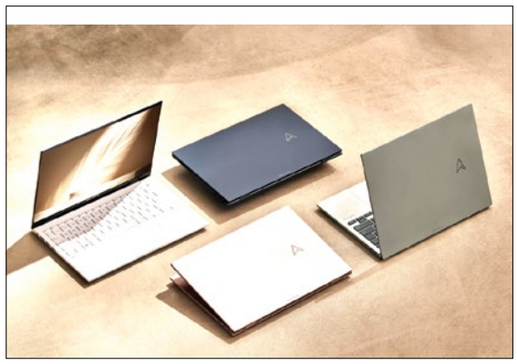

কলকাতা: তাইওয়ানের টেক জায়ান্ট কোম্পানি এএসইউএস তাদের এএমডি রাইজেন ৬০০০ ইউ সিরিজের পোর্টেবল ল্যাপটপ 'জেনবুক এস১৩ ওএলইডি লঞ্চ করেছে। ল্যাপটপটির ওজন মাত্র ১.১ কেজি এবং এটি ১৪.৯ মিমি পাতলা। আসুস-এর এই জেনবুক এস১৩ ল্যাপটপটিতে ৬৫ডব্লিউ দ্রুত চার্জিং সহ দীর্ঘ ব্যাটারি লাইফের জন্য একটি বড় ৬৭ ডব্লিউএইচআরএস ব্যাটারি লাইফ সহ পেশাদারদের জন্য বিশেষ ভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। যা আসুস ছাড়াও ভিভোবুক প্রো ১৪ ওএলইডি এবং ভিভোবুক ১৬এক্স উন্মোচন করেছে। যা জেনবুক এস১৩-কে একটি নিখুঁত পেশাদার ল্যাপটপের মর্যাদা প্রদান করে।

জেনবুক এস ১৩ এএমডি রাইজেন ৬০০০ ইউ সিরিজের সিপিইউ দিয়ে সুসজ্জিত। এছাড়া এএমডি-র নতুন আরডিএনএ ২ জিপিইউ আর্কিটেকচারের সাথে, এএসইউএস জেনবুক এস১৩ ওএলইডি গেমিং-গ্রেড গ্রাফিক্স অফার করে যা আগে কখনো দেখা যায়নি। এই পোর্টেবল ল্যাপটপের দাম ৯৯,৯৯০ টাকা। আসুস ইন্ডিয়ার বিজনেস হেড, কনজিউমার অ্যান্ড গেমিং পিসি, সিস্টেম বিজনেস গ্রুপ, আর্নল্ড সু বলেন, গত কয়েক বছরে পিসি শিল্পে ভারতের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। জেনবুক ১৩ লঞ্চ করতে পেরে আমরা গর্বিত।

পশ্চিমবঙ্গে ৪জি ডাউনলোড স্পিডে শীর্ষে ভি

শিলিগুড়ি: ভারতের টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি টিআরএআই-এর প্রকাশিত সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে মে ২০২২ পর্যন্ত ছয় মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ৪জি প্রদানকারীদের মধ্যে সর্বোচ্চ ২৪.৩ মেগাবিট প্রতি সেকেন্ড ডেটা ডাউনলোডের গতি প্রদানের ক্ষেত্রে ভি শীর্ষস্থানে উঠে এসেছে।

একই সময়ে ভি পশ্চিমবঙ্গে প্রতি সেকেন্ডে ৮.৫ মেগাবিট সর্বোচ্চ আপলোড গতিও রেকর্ড করেছে। ডাউনলোডের গতি গ্রাহকদের ইন্টারনেট থেকে কনটেন্ট অ্যাক্সেস করতে সাহায্য করে, যখন আপলোড গতি তাদের তথ্য পাঠাতে বা তাদের পরিচিতির সাথে ছবি বা ভিডিও ভাগ করতে সহায়তা করে। টিআরএআই তার মাইস্পিড অ্যাপ্লিকেশনের সাহায্যে রিয়েল-টাইম ভিত্তিতে ভারত জুড়ে যে ডেটা সংগ্রহ করে তার উপর ভিত্তি করে গড় গতি গণনা করে।

অ্যাজমা চিকিৎসায় গ্লেনমার্কের এফডিসি – 'ইন্দামেট'

কলকাতা: গ্লেনমার্ক ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড এক অভিনব ফিক্সড-ডোজ কম্বিনেশন (এফডিসি) ড্রাগ নিয়ে এলো – 'ইন্দামেট' (Indamet)। এটি হল ইন্দাকাটেরল ও মোমেটাসোনের কম্বিনেশন। এই ঔষধ 'আনকন্ট্রোলড অ্যাজমা' রোগীদের চিকিৎসায় কার্যকর ভূমিকা নেবে। দিনে মাত্র একবার সেবনযোগ্য তিনটি স্ট্রেংথের ইন্দামেট পাওয়া যাবে, যাতে থাকবে ইন্দাকাটেরল ১৫০এমসিজি ফিক্সড ডোজ এবং মোমেটাসোনের বিভিন্ন ডোজ, যেমন ৮০এমসিজি, ১৬০এমসিজি ও ৩২০এমসিজি।

গ্লেনমার্ক ভারতের প্রথম কোম্পানি যারা ইন্দাকাটেরল ও মোমেটাসোন ফিউরোয়েটের ফিক্সড-ডোজ কম্বিনেশন নিয়ে এলো। এটি ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনারেল অব ইন্ডিয়া (ডিসিজিআই) দ্বারা অনুমোদিত ঔষধ।

ওয়েবেল-ফুজিসফট-ভারা সেন্টার অফ এক্সিলেন্স

মেদিনীপুর: ওয়েবেল-ফুজিসফ্ট-ভারা সেন্টার অফ এক্সিলেন্স (সিওই), হল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি উদ্যোগ যার লক্ষ্য হল প্রাসঙ্গিক দক্ষতা তৈরি করে ইন্ডাস্ট্রি ৪.০-এর প্রযুক্তির সম্পূর্ণ সুযোগকে কাজে লাগানো।

সেন্টার অফ এক্সিলেন্স পোস্ট গ্র্যাজুয়েট, অ্যাডভান্সড সার্টিফিকেশন এবং ডেটা সায়েন্স, সাইবার সিকিউরিটি, এমবেডেড সিস্টেম এবং অ্যাডেটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং (৩ডি প্রিন্টিং) এর উপর বিভিন্ন ছোট কোর্স অফার করে। এই প্রতিষ্ঠানটি সম্প্রতি সেন্টার অফ এক্সিলেন্সে উপলব্ধ সংস্থান এবং চাকরির জন্য বর্তমান শিল্পের চাহিদা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে মেদিনীপুর শহরে একটি কাউন্সেলিং সেশন পরিচালনা করেছে। প্রতিষ্ঠানটি জেলা স্তরে প্রতিভাগুলিকে খুজে বের করার জন্য তমলুক, হলদিয়া, কন্টাই, মহিষাদল, আসানসোল এবং দুর্গাপুরের মতো জায়গায় আরও কাউন্সেলিং সেশন পরিচালনা করবে।

সেন্টারটি পশ্চিমবঙ্গের এমএসএমই অধিদপ্তরের নোডাল এজেন্সি ওয়েবেলের মাধ্যমে আইটি ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগ দ্বারা স্থাপন করা হয়েছে। প্রজেক্টটি ফুজিসফট ইনকর্পোরেটেড, জাপান এবং ভারতের ভারা টেকনোলজি দ্বারা সম্পাদিত হচ্ছে। এই ইন্ডাস্ট্রি ৪.০-এর চারটি প্রযুক্তি- ডেটা সায়েন্স, সাইবারসিকিউরিটি, এমবেডেড সিস্টেমস/আইওটি, এবং অ্যাডিটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং-এর একমাত্র সেন্টার অফ এক্সিলেন্স।

ব্রিটানিয়া বিসক্যাফের প্রচারে করণ জোহর

শিলিগুড়ি: ব্রিটানিয়া বাজারে আনল সম্পূর্ণ কফির স্বাদযুক্ত ক্র্যাকার ব্রিটানিয়া বিসক্যাফে। যা গ্রাহকদের কাছে একটি নিখুঁত কফির স্বাদ তুলে ধরে। বলাবাহুল্য, কফি সমৃদ্ধ ওয়েফার-পাতলা ক্র্যাকারটি বর্তমান প্রজন্মের জন্য নতুন ওজি ক্র্যাকার হিসেবে তৈরি করেছে ব্রিটানিয়া। এই বিসক্যাফে ক্র্যাকারের প্যাকগুলির দাম শুরু হয়েছে ১০ টাকা থেকে, যা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মার্কেটে উপলব্ধ।

এই ব্রিটানিয়া বিসক্যাফের ক্যাম্পেন শুরু হয় করণ জোহরের একটি 'লিকড ভিডিও' দিয়ে। ভিডিওটিতে দেখানো হয়েছে, করণ জোহর একজন ফ্যাশনেবল পরিচালকদের মধ্যে অন্যতম। যার কফির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ভিডিওটি ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। ব্রিটানিয়া ইন্ডাস্ট্রিজের চিফ মার্কেটিং অফিসার অমিত দোশি বলেন, আমরা বিসক্যাফেকে প্রথম 'মেড ইন ইন্ডিয়া' কফি ক্র্যাকার হিসেবে ডেভেলপ করেছি। যা গরম কফির সাথে স্ন্যাক হিসেবে পরিবেশিত হয়।

ভারতে ১১.২১ লক্ষ টাকার মূল্যে ভক্সওয়াগেন ভর্টুস

কলকাতা: ভক্সওয়াগেন ইন্ডিয়া নতুন গ্লোবাল সেডান, ভারতীয় বাজারের জন্য অল-নিউ 'ভক্সওয়াগেন ভর্টুস' লঞ্চ করেছে। ভারতে ভক্সওয়াগেন ভর্টুস ১১.২১ লক্ষ টাকার প্রারম্ভিক এক্স-শোরুম মূল্যে পাওয়া যাবে। বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত এমকিউবি এ০ ইন প্ল্যাটফর্মে তৈরি, এই ভর্টুস পুনের চাকান প্ল্যান্টে তৈরি করা হয় যা ৯৫% পর্যন্ত স্থানীয়করণ লেভেলের সাথে আসে।

আকর্ষণীয়, আনন্দদায়ক এবং জার্মান-ইঞ্জিনীয়ারড সেডানটি একটি স্বতন্ত্র এবং আকর্ষণীয় ডিজাইনের সাথে আসে এবং এতে রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড এলইডি হেড লাইট, সিগনেচার ক্রোম গ্রিল, আর১৬ 'রেজার' অ্যালয়, ক্রোম উইন্ডো স্ট্রিপস এবং ডোর হ্যান্ডেল এবং কিছু স্মার্ট বৈশিষ্ট্য যেমন কেসি, ইলেকট্রিক সানরুফ, স্মার্ট-টাচ 'ক্লাইমেট্রনিক' অটো এসি, ৫২১লি বুট স্পেস, ৬০:৪০ স্প্লিট ফোল্ডিং ব্যাকরেস্ট সহ রিয়ার সিট, ক্রুজ কন্ট্রোল ইত্যাদি। এটি জিটি প্লাস ভেরিয়েন্টেও অফার করে এবং উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে 'রেজার' ব্ল্যাক অ্যালয়, জিটি ব্যাজ, সামনে রেড ব্রেক ক্যালিপারস, কার্বন স্টিল গ্রে রুফ ইত্যাদি।

নতুন ভর্টুস ছয়টি আকর্ষণীয় রঙে উপলব্ধ - ওয়াইল্ড চেরি রেড, কার্বন স্টিল গ্রে, রিফ্লেক্স সিলভার, কারকুমা ইয়েলো, ক্যান্ডি হোয়াইট এবং রাইজিং ব্লু এবং এটি ৪এভার কেয়ার প্যাকেজের সাথে আসে যাতে রয়েছে ৪-বছর/১০০,০০০কিমি ওয়ারেন্টি যেটি ৭ বছর পর্যন্ত বাড়ানো যায়, ৪ বছরের রোড-সাইড অ্যাসিস্ট্যান্ট যা ১০ বছর পর্যন্ত প্রসারিত করা যায় এবং ৩-লেবর-ফ্রি পরিষেবা। প্রয়োজনীয় ৪-বছরের পরিষেবা মূল্য প্যাকেজটি ২০,৩৩৮ টাকা + জিএসটি-এর আকর্ষণীয় মূল্যে শুরু হয়।

আমণ্ডের সাথে ২১শে জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন

কলকাতা: যোগ ব্যায়াম শারীরিক, মানসিক এবং মানসিক সুস্থতার সমন্বয় করে। একটি সুষম খাদ্যের পাশাপাশি প্রতিদিন যোগব্যায়াম অনুশীলন করা একটি সামগ্রিক স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা নিশ্চিত করার একটি ভাল উপায়। আরও সচেতন এবং মননশীল জীবনযাপন সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে প্রতি বছর ২১শে জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালিত হয়।

খাদ্যতালিকায় এক মুঠো আমণ্ড যোগ করা একটি প্রথম ভাল পদক্ষেপ হতে পারে, কারণ তারা এটি পুষ্টিকর খাবারের বিকল্প তৈরি করে এবং নিয়মিত আমণ্ড খাওয়া হার্টের স্বাস্থ্য, ডায়াবেটিস এবং ওজন ব্যবস্থাপনা, ত্বকের স্বাস্থ্য জুড়ে একাধিক সুবিধা দিতে পারে। জিঙ্ক, আয়রন এবং ভিটামিন ই সহ আমণ্ডের পুষ্টিগুলি ইমিউনো সিস্টেমকেও ভালো রাখে। ইন্টিগ্রেটিভ নিউট্রিশনিস্ট এবং হেলথ প্রশিক্ষক নেহা রঙ্গলানি বলেছেন, "আমণ্ড ওজন নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করতে পারে এবং একটি গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে যে প্রতিদিন ৪২ গ্রাম আমণ্ড খাওয়ার ফলে পেটের চর্বি এবং কোমরের পরিধি কমাতে তা সাহায্য করে"।

চেতক টেকনোলজি লিমিটেড আকুর্ডিতে নতুন প্লান্ট উদ্বোধন করেছে

কলকাতা: চেতক টেকনোলজি লিমিটেড প্রয়াত শ্রী রাহুল বাজাজের ৮৪তম জন্মবার্ষিকীতে পুনের আকুর্ডিতে তাদের নবনির্মিত ইভি উত্পাদন কারখানার উদ্বোধন করেছে। এই উদ্বোধনটি বিভিন্ন উপায়ে একটি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন কারণ আকুর্ডি যেখানে ১৯৭০-এর দশকে আইকনিক চেতক স্কুটারের জন্ম হয়েছিল এবং এটি ভারতে প্রজন্মের জন্য গতিশীলতাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করে। অক্টোবর ২০১৯-এ, চেতক – সূক্ষ্ম গবেষণা এবং হাজার হাজার কিলোমিটার অন-রোড পরীক্ষার পর বিকশিত হয়েছে – একটি সম্পূর্ণ নতুন বৈদ্যুতিক অবতারে ফিরে এসেছে।

নতুন চেতক ভারতের প্রায় ৩০টি শহরে দ্রুত বিক্রয় এবং পরিষেবা নেটওয়ার্ক প্রসারিত করেছে। পাইপলাইনে ১৪,০০০টিরও বেশি চেতক বিক্রি এবং ১৬,০০০টিরও বেশি বুকিং সহ, ব্যক্তিগত গতিশীলতার জন্য একটি নতুন বিকল্প হিসাবে বৈদ্যুতিক যানবাহন চাওয়া গ্রাহকদের মধ্যে ব্র্যান্ডটি প্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রতি বছর ৫০০,০০০ ইলেকট্রিক টু-হুইলার গাড়ি তৈরি করতে এই প্ল্যান্টের ক্ষমতা দ্রুত বাড়ানো যেতে পারে। আর&ডি কেন্দ্রের সাথে অবস্থিত, এটি বৈদ্যুতিক যানবাহনের নকশা, উন্নয়ন এবং উত্পাদনের জন্য একটি প্রধান কেন্দ্রে রূপান্তরিত হতে প্রস্তুত। চেতক টেকনোলজি লিমিটেডের চেয়ারম্যান মিঃ রাজীব বাজাজ বলেছেন, "এই ফোকাসড, ইন্টিগ্রেটেড সুবিধার উদ্দেশ্য হল চেতকের রাইডকে ভবিষ্যতের দিকে ফিরিয়ে আনা।"

ব্রেন টিউমারের প্রাথমিক লক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা

কলকাতা: বিভিন্ন গবেষণা অনুসারে, ভারতে প্রতি ১,০০,০০০ জনসংখ্যায় ৫ থেকে ১০টি ক্ষেত্রে ব্রেন টিউমারের ঘটনা ঘটে। ক্রমবর্ধমান প্রসার সত্ত্বেও, নিউরোসার্জারির ক্ষেত্রে অগ্রগতি নিশ্চিত করেছে যে ব্রেন টিউমারগুলি আরও ভাল ফলাফলের সাথে নিরাপদে চিকিৎসা করা যেতে পারে। ব্রেন টিউমারের কিছু প্রাথমিক সতর্কতা লক্ষণের মধ্যে রয়েছে মাথার একটি নির্দিষ্ট অংশে চাপ বা ব্যথা অনুভব করা; বমি বমি ভাব এবং বমি; হঠাৎ ইমপেয়ারড স্পিচ, ভিশন বা হিয়ারিং-এর সূত্রপাত; মনযোগে অসুবিধা; মোটর সিজারস বা কনভালশনস; সমন্বয় এবং ভারসাম্য হারানো; এবং ঘুমের ব্যাঘাত। মাথাব্যথা সাধারণত পরবর্তী পর্যায়ে উপস্থিত হয় এবং এটি সাধারণত প্রথম লক্ষণ নয়। বিনাইন বা ননক্যান্সারাস টিউমার অপারেশনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নিরাময় করা যায়। নেভিগেশন প্রযুক্তি দ্বারা সহায়তা করা সার্জারিগুলি আরও ভাল ফলাফল দেয় কারণ এই প্রযুক্তিটি রোগীর মস্তিষ্কের একটি ম্যাপ তৈরি করতে সিটি, এমআরআই ইত্যাদির মতো ডায়াগনস্টিক স্ক্যানগুলি ব্যবহার করে। উন্নত আধুনিক সফ্টওয়্যার টিউমারের সীমানা, রক্তনালী ইত্যাদি সনাক্ত করতে দেয়।

অপারেশনের পরে যত্নের জন্য কিছু টিপস হল - (১) আরও ভাল এবং দ্রুত পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করতে ডাক্তারের পরামর্শ অনুসরণ করতে হবে। (২) পরামর্শ ছাড়া ওষুধ বন্ধ করা উচিত না। (৩) হাইড্রেটেড থাকার জন্য স্বাস্থ্যকর খাবার এবং জল পান করা উচিত। প্রোটিন, ওমেগা ৩, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি, ভিটামিন সি, আয়রন, জিঙ্ক, ম্যাগনেসিয়াম এবং পটাসিয়ামের মতো মূল পুষ্টি সমৃদ্ধ একটি সুষম খাদ্য গুরুত্বপূর্ণ। পুষ্টিকর স্ন্যাকস, তাজা ফল, সবজি, গোটা শস্য খাওয়া উচিত এবং নোনতা খাবার, চিনিযুক্ত জুস, কফি, চা, অ্যালকোহল এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার এড়িয়ে চলা উচিত যা ক্যালোরি যোগ করতে পারে এবং নিরাময়কে ধীর করে দিতে পারে। (৪) কেউ যদি উদ্বেগ এবং স্ট্রেস অনুভব করে তবে যার সাথে সে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এমন কারো সাথে কথা বলা উচিত।

ইন্সটাগ্রামের 'বর্ন অন ইনস্টাগ্রাম' ক্রিয়েটর কোর্স এখন বাংলায়

শিলিগুড়ি: ইনস্টাগ্রাম বাংলায় 'বর্ন অন ইনস্টাগ্রাম' ক্রিয়েটর কোর্সের অ্যাক্সেস ঘোষণা করেছে, যা শিলিগুড়ির নির্মাতাদের তাদের দক্ষতা বাড়াতে এবং গল্প বলার ক্ষেত্রে আরও নিপুণ হতে সাহায্য করবে। এটি হল ইনস্টাগ্রাম-এর স্রষ্টা শিক্ষা এবং সক্ষমতা প্রোগ্রাম, যাতে প্ল্যাটফর্মে বৃদ্ধি এবং উপার্জন করার জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী নির্মাতাদের শিক্ষিত করার জন্য একটি ক্রিয়েটর কোর্স রয়েছে। সেলফ-লার্ন, ই-লার্নিং কোর্সে ১৫টি বাইট-সাইজড মডিউল রয়েছে যা কীভাবে নির্মাতারা প্ল্যাটফর্মে তাদের উপস্থিতি পরিচালনা করতে পারে, আরও ভাল সামগ্রী তৈরি করতে পারে, ইনস্টাগ্রাম-এর বিভিন্ন সরঞ্জাম ব্যবহার করে বড় হতে পারে, নিরাপদে থাকতে পারে এবং ব্র্যান্ডেড সামগ্রীর মাধ্যমে উপার্জন করতে পারে তার অন্তর্দৃষ্টি দেয়।

এই প্রোগ্রাম ওয়েবসাইটটি গত বছরের সেপ্টেম্বরে চালু হলেও এখন কোর্সটি বাংলায় স্থানীয়করণ করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের দেবজ্যোতি সরকার, আদিত্য পণ্ডিত এবং লুইস রাই হলেন ভালো উদাহরণ যারা রিলস-এ তাদের দর্শকদের বিনোদন দিয়ে একটি সম্প্রদায় তৈরি করেছেন। প্রোগ্রামটি ক্রিয়েটরদের জন্য আরও ভালো কন্টেন্ট তৈরি করার জন্য রিলস-এ সাপ্তাহিক প্রবণতা, ইনস্টাগ্রাম থেকে বিশেষজ্ঞদের সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ, প্রতিষ্ঠিত নির্মাতাদের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং ব্র্যান্ড অংশীদারিত্বের মাধ্যমে উপার্জন করার জন্য সাপ্তাহিক প্রবণতা প্রদান করে। ইনস্টাগ্রাম সম্প্রতি রিলস-এ নতুন ফিচারস অ্যাড করার ঘোষণা করেছে যার মধ্যে রয়েছে ৯০ সেকেন্ড পর্যন্ত রিলস-এর দৈর্ঘ্য বাড়ানো, আপনার রিলস-এ পোল, কুইজ এবং ইমোজি স্লাইডার স্টিকারের মতো স্টিকার যুক্ত করা। ফেসবুক ইন্ডিয়া (মেটা)-রপ্রধান - ক্রিয়েটর পার্টনারশিপ অঙ্কুর বৈশ বলেছেন, "আমরা আশা করি শিলিগুড়ির প্রতিটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী নির্মাতা এই বিনামূল্যের কোর্সটি ব্যবহার করবেন এবং আরও বিনোদনমূলক সামগ্রী তৈরি করবেন এবং ইনস্টাগ্রামে শক্তিশালী সম্প্রদায় তৈরি করবেন।"

হাঙ্গামা প্লে'র নতুন হিন্দি অরিজিনাল – ধাপ্পা

কলকাতা: হাঙ্গামা ডিজিটাল মিডিয়ার মালিকানাধীন একটি নেতৃস্থানীয় ওটিটি প্ল্যাটফর্ম হাঙ্গামা প্লে তার নতুন হিন্দি অরিজিনাল শো ধাপ্পা চালু করেছে। শোটিতে রয়েছেন মোনালিসা, জয় ভানুশালী, অ্যাবিগেল পান্ডে, ক্রিসান ব্যারেটো, বিশাল সিং, সানম জোহর, স্মৃতি খান্না, অভিষেক কাপুর, সমৃদ্ধ বাওয়া, দিশাঙ্ক অরোরা, সাক্ষী শর্মা, বরুণ জৈন এবং মোহিত দুসেজা সহ টিভি এবং চলচ্চিত্র অভিনেতাদের নেতৃত্বে একটি দল। ধাপ্পা-তে পাঁচটি অনন্য প্রেমের গল্প রয়েছে, প্রতিটিতে একটি অদ্ভুত টুইস্ট এবং কমেডি এবং নাটকের ইঙ্গিত রয়েছে।

প্রেম হল চিরন্তন, কিন্তু রোম্যান্সের সব গল্প মসৃণ হয় না, বিশেষ করে যেগুলি সন্দেহজনক আলোর অংশ নিয়ে আসে এবং প্রায়শই গসিপে পরিণত হয়। ধাপ্পা এমনই পাঁচটি রোমান্সের গল্পের সংকলন। যেমন এক দম্পতি এমন একটি শহরে গর্ভনিরোধক মেডিসিন কেনার জন্য লড়াই করছে যেখানে সবাই সবাইকে চেনেন, একজন অধ্যাপক তার অল্প বয়স্ক ছাত্রের সাথে বন্ধুত্ব করেছেন, একজন নববধূ যিনি প্রত্যাশার চেয়ে একটু আগে গর্ভধারণ করেছেন, বা দুই বন্ধু যারা তাদের পরিবারের জন্য গাঁটছড়া বাঁধতে বাধ্য হচ্ছে, হঠাৎ শেষকৃত্য একটি দম্পতির পরিকল্পনাকে বিঘ্নিত করে যা তাদের বিয়ের রাতে প্রকৃত রাতের আগে উপভোগ করার পরিকল্পনা করে, এই দম্পতিরা তাদের আত্মীয় এবং প্রতিবেশীদের চোখ থেকে তাদের সম্পর্ককে বাঁচানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

হাঙ্গামা ডিজিটাল মিডিয়ার সিওও সিদ্ধার্থ রায় বলেছেন, "আলোকিত বিষয়বস্তুর স্পর্শে সমাজে দম্পতিরা যে কলঙ্কের মুখোমুখি হয় সংকলনটি তার আলোচনার জন্ম দেয়। আমরা আশা করি দর্শকরা এটি উপভোগ করবেন।"

অ্যামাজন এর নতুন রোবট অ্যাস্ট্রো দেব সাইট পিচ

কলকাতা: অ্যামাজন বেঙ্গালুরুতে একটি নতুন কনজিউমার রোবোটিক্স সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সেন্টার খুলছে। এই সেন্টারটি অ্যামাজনের কনজিউমার রোবোটিক্স বিভাগকে সহায়তা করবে, যা গত বছর তার প্রথম রোবট অ্যাস্ট্রো লঞ্চ করেছিল।

অ্যাস্ট্রো একটি নতুন এবং ভিন্ন ধরনের রোবট, যা গ্রাহকদের বাড়ির নজরদারি এবং পরিবারের সাথে যোগাযোগ রাখার মতো বিভিন্ন কাজে সাহায্য করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স, সেন্সর টেকনোলোজি, ভয়েস এবং এজ কম্পিউটিং এর মত নতুন প্রযুক্তি দিয়ে ডিজাইন করা হয়েছে যা গ্রাহকদের বিভিন্ন জটিল সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবে। এই বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে কেন ওয়াশিংটন, ভাইস প্রেসিডেন্ট, কনজিউমার রোবোটিক্স, অ্যামাজন, বলেছেন, "ভারত একটি উদ্ভাবন কেন্দ্র; এখানে কেন্দ্র থাকা অ্যামাজনকে বিশ্বব্যাপী গ্রাহকদের জন্য আরও ভাল কনজিউমার রোবোটিক্স অভিজ্ঞতা তৈরি করতে সহায়তা করবে।"

২৫০ টাচপয়েন্টস অতিক্রম করার লক্ষ্যে স্কোডা

শিলিগুড়ি: ২০২২ সালের প্রথমার্ধে স্কোডা অটো ইন্ডিয়া নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে এসেছিল যার মধ্যে রয়েছে নতুন কোডিয়াক, অল-নিউ স্লাভিয়া এবং নতুন কুশাক মন্টে কার্লো। ইন্ডিয়া ২.০ প্রকল্পের আরেকটি পর্যায় হল গ্রাহক সন্তুষ্টির উন্নতি, এটি ছাড়াও কোম্পানিটি দেশের চারটি অঞ্চলের ১২৩টি শহরে ২০৫+ কাস্টমার টাচপয়েন্টস অতিক্রম করেছে।

কোম্পানিটি ২০২২ সালের শেষ নাগাদ ২২৫টি টাচপয়েন্টসে পৌঁছানোর লক্ষ্য নিয়ে ১১৭টি শহর জুড়ে ১৭৫টি টাচপয়েন্টস নিয়ে ২০২১ সালটি শেষ করেছে। নতুন লঞ্চের দ্রুত সাফল্যের ফলে কোম্পানিটি এখন ২০২২ সালের শেষ নাগাদ ২৫০টি টাচপয়েন্টসে পৌঁছানোর লক্ষ্য নিয়ে বিস্তৃতির দ্রুত গতি বাড়িয়েছে। এটি ভারত জুড়ে প্রতিটি জোনে প্রায় ১০+ টাচপয়েন্টসের পরিকল্পনার সাথে দ্রুত প্রসারিত হবে। এর প্রধান লক্ষ্য হল মেট্রো এবং নন-মেট্রো কেন্দ্রগুলিকে কভার করে গুরুত্বপূর্ণ মার্কেট ক্লাস্টারগুলির গভীরে প্রবেশ করা। এটি নাগাল্যান্ডের ডিমাপুরে, আসামের ডিব্রুগড়েও প্রথম টাচপয়েন্টস খুলবে। কোম্পানিটি অন্যান্য অঞ্চলে প্রবেশ করবে যেমন গান্ডিধাম এবং মোরবি - গুজরাট, আম্বালা - হরিয়ানা, অমৃতসর - পাঞ্জাব, ওয়ারাঙ্গল - তেলেঙ্গানা, পোল্লাচি - তামিলনাড়ু, হালদওয়ানি - উত্তরাখন্ড এবং তিরুর - কেরালা। ২০২২ সালে এটি বেরেলি, মিরাট, মোরাদাবাদ এবং প্রয়াগরাজ - উত্তরপ্রদেশ, করিমনগর - তেলেঙ্গানা, ধানবাদ - ঝাড়খণ্ড, বিলাসপুর - ছত্তিশগড় এবং আরও অনেক জায়গায় টাচপয়েন্টস যুক্ত করেছে। স্কোডা অটো ইন্ডিয়ার ব্র্যান্ড ডিরেক্টর মিঃ জ্যাক হলিস বলেছেন, "আমরা কেবলমাত্র পরিমাণে প্রসারিত করিনি, আমাদের বিপ্লবী ডিজিটালাইজড শোরুমগুলির সাথে গুণমানের দিকেও মনোনিবেশ করেছি।"

এখন থেকে রেশন কার্ডে নাম তোলার প্রক্রিয়া খুবই সহজ

সবচেয়ে দরকারি তথ্য রেশন কার্ড। নাগরিকদের দরকারি নথির মধ্যে এটি সব চেয়ে জরুরি। তাই রেশন কার্ডে নাম থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দরিদ্রসীমার নীচে থাকা মানুষ এই কার্ডের মাধ্যমে সরকারি বহু প্রকল্পের সুবিধা পেয়ে থাকেন। এমনকি রেশন কার্ড নম্বর ছাড়া প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনাতেও রেজিস্ট্রেশন করা যায় না। তাই রেশন কার্ড থাকা গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের সকলেরই রেশন কার্ড থাকা উচিত। জন্মের পরই শিশুর রেশন কার্ড বানিয়ে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

নবজাতক শিশু হোক বা নতুন বিয়ের পর নববধূ বাড়িতে এলে তাদের রেশন কার্ডে নাম রেজিস্ট্রেশন করা উচিত। তবে অনেকেই সরকারি কাজে সময় লাগার ভয়ে চিন্তিত থাকেন। কিন্তু রেশন কার্ডে নাম রেজিস্টার করা কোনও কঠিন কাজ নয়। অনেক রাজ্য অনলাইনেও এই পরিষেবা দেওয়া শুরু করেছে। তবে এখনও কিছু রাজ্যে অফলাইনে এই কাজ হয়।

রেশন কার্ডে শিশুর নাম যোগ করাতে হলে পরিবারের প্রধানের রেশন কার্ড, নবজাতকের বার্থ সার্টিফিকেট ও বাবা-মায়ের আধার কার্ড প্রয়োজন। একই সঙ্গে নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করতে হবে। নববধূর ক্ষেত্রে ম্যারেজ সার্টিফিকেট, স্বামীর রেশন কার্ড ইত্যাদি কাগজপত্রের প্রয়োজন হবে।

অফলাইনে রেশন কার্ডে নতুন সদস্যের নাম যোগ করতে খাদ্য সরবরাহ দফতরের অফিসে গিয়ে একটি ফর্ম নিতে হবে। হরিয়ানা, পশ্চিমবঙ্গ সহ বেশ কিছু রাজ্যে ফর্মটি রেশন ডিপোর মালিকের কাছেও পাওয়া যায়। সঠিকভাবে নতুন নাম রেজিস্টার করার জন্য ফর্মটি যথাযথ ভাবে পূরণ করতে হবে। এর সঙ্গে যাবতীয় কাগজপত্রও জমা দিতে হবে। ফর্ম জমার পর রসিদ নিতে ভুললে চলবে না। আধিকারিকেরা নতুন ফর্ম পরীক্ষার করার পরই নতুন আপডেট হওয়া রেশন কার্ড পাওয়া যাবে।

বিভিন্ন রাজ্যের খাদ্য দফতরের পোর্টালে গিয়ে এই কাজ করা যেতে পারে। সাধারণত এক্ষেত্রে গ্রাহকের নিজের মোবাইল নম্বর দিয়ে লগ ইন করতে হয়। এরপর এখানেই নতুন সদস্য যোগ করার অপশন পাওয়া যায়। যাবতীয় নথির কপি সফট কপি আকারে জমা দিতে হবে। তাহলেই তা রিভিউ করার পর নতুন রেশন কার্ড পাওয়া যাবে।